নির্ঝরিণী।

উৎসর্গ পত্র।

সন ১৩০১ সাল

১ লা জ্যৈষ্ঠ

সোমবার

দশমী

আমার স্বামীদেবের স্বর্গারোহণ

চিরস্মরণীয়জন্য

এই "নির্ঝরিণী" উৎসর্গীকৃত হইল।

মৃণালিনী —

নির্ঝরিণী।

শ্রীমতী মৃণালিনী-প্রণীত।

১ নং হ্যারিংটন্‌ ষ্ট্রীট্‌ হইতে
শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্‌, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

ও

ভূমিকা।

পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আজি আমি আর এক খানি উপহার লইয়া উপস্থিত হইলাম।

'প্রতিধ্বনি' পাঠে তাঁহারা যে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই এ খানিও তাঁহাদের হস্তে প্রদান করিতে সাহস করিলাম।

কিন্তু এ খানিতে তাঁহারা কত খানি কবিত্ব আছে, কত খানি উচ্চতা আছে, কত খানি মাধুরী ও সৌন্দর্য্য আছে, তাহার বিচার না করিয়া বালিকার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, পুস্তক প্রকাশিত করা সার্থক হইবে। কারণ, কবিত্বের উচ্চতা, মধুরতা, দেখাইতে আমি কিছুমাত্র চেষ্টা করি নাই; এবং আমার পক্ষে তাহা দেখানও নিতান্ত অসম্ভব। হৃদয়ের মধ্যে যখন যেরূপ তরঙ্গ উঠিয়াছে, কবিতাতে তাহারই সামান্য বিকাশ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র।

ইহার দুএকটী "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতি।

রচয়িত্রী।

আছে গানে—এ আমার, অশ্রুজল হাহাকার,
অশান্তি, হতাশ, আর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস,
নাই হাসি নাই বাঁশী, নাই প্রেমমধুরাশি,
নাইকো চাঁদের আলো, মলয়া, ফুলের বাস।—
নাই সৌরকরধারা, নাই শশী নাই তারা,
আছে শুধু অমানিশা ঘন ঘোর অন্ধকার।
তাই লয়ে,—যাহা আছে,—এসেছি তোমার কাছে,
—তোমার পবিত্র করে দিতে তুলে উপহার।

* * * * * * * *

এক বৎসর আগে,—বহিত আরেক ভাগে—
এ হৃদয়নির্ঝরিণী : গাহিত আরেক গান;
এক বছরের মাঝে,—স্রোতোমুখ ফিরিয়াছে,
এখন সঙ্গীতে তার নাহিক আর সে তান।
সে উচ্ছ্বাস নাহি আর,—এখন এ গানে তার :
এখন যা আছে, মূল্য কে বুঝিবে তার আর ?
যদি কেহ বোঝে, দিদি !—তবে ওই তব হৃদি ;
তাই লয়ে আসিয়াছি দিতে তোমা' উপহার।

চৈত্র, ১৩০১।

আপনার সেই

স্নেহের মৃণাল।

সূচীপত্র।

নির্ঝরিণী।

দশমী নিশি।

আমার সে নিধি কই? আজি ত দশমী, সই!

শুধুহাতে আসিল ফিরিয়া।

দশমি! লইয়া হরি, চলে গেল ত্বরা করি,

কোথা আজি আসিল রাখিয়া।

কিছু নাহি বলে গেল, নিয়ে তাঁরে চলে গেল,

না জানি কোথায় কোন্ দেশে;

অভাগী একেলা প'ড়ে, দশমি! কি মনে করে;

আজি পুন দেখা দিলে এসে?

সকলি ত লয়ে গেছ, বাকী কিছু না রেখেছ,
তাঁহারি সহিত সবি গেছে।
কি নেবে আমার আর, যাহা কিছু ছিল সার,
সকলি ত ফুরায়ে গিয়েছে।
রমণীর শিরশোভা, সিঁথায় সিঁদুর রেখা,
হায়! তাহা গিয়াছে মুছিয়া;
কত সাধ কত আশা, কত স্নেহ ভাল বাসা,
হায়! সবি গিয়াছে ঘুচিয়া।
পুন কি দেখিতে এলে? এই বুকখানি দ'লে,
সকলি তো লয়েছ হরিয়া।
মোর কিছু নাই আর, শুধু এবে অশ্রু সার,
তাহাও কি যাবে কেড়ে নিয়া?
না না তা ত পারিবে না, এ অশ্রু ত ঘুচিবে না,
যত দিন রবে এ পরাণ।
এ উত্তপ্ত অশ্রু মম, বহিবে নির্ঝর সম,
—গলিবে কি একটী পাষাণ?

নিশি!

সে দিনো এমনি তর, সেজেছিলে মনোহর,
তুমি বুঝি দূত স্বরগের।

তাই এসেছিলে নিতে, স্বর্গপথ দেখাইতে,
যথায় নিবাস অমরের।
—পূজা করা হল না ত, তাড়াতাড়ি কেন এত,
পলাইয়া গেলে তাঁরে লয়ে ?
—বিসর্জ্জেছি প্রতিমারে, পূত জাহ্নবীর নীরে,
বিজয়া দশমী গেছে হয়ে।
পুন তোমা দেখে আজি, মনে হইতেছে বুঝি,
এসেছ তাঁহার পাশ হ'তে ;—
তাঁহার বিহনে আমি, কেমনে দিবস যামী,
যাপিতেছি তাহাই দেখিতে।
এলে যদি তবে এস, ক্ষণেক নিকটে বস,
কেমন আছেন তিনি বল।
এ অভাগীরে কি তাঁর, পড়ে মনে কভু আর,
রয়েছে কি মনে এ সকল ;
সে বৃক্ষ আশ্রয় করি, ছিনু সুখে কাল হরি,
ভেঙ্গে গেল কপালের দোষে।
হায় বিধি নিদারুণ, একি জ্বালালি আগুন,
এই কি লিখিয়াছিলি শেষে !
না—না তোর দোষ নাই, আমারি কপাল ছাই,
জন্মান্তরে করেছিনু পাপ।

আজ তারি ফলে হায়! এতেক যন্ত্রণা পাই,
এত তাই পেতেছি সন্তাপ।
কি আর বলিব নিশা! প্রাণ হারায়েছে দিশা,
মরিয়া বাঁচিয়া আছি শুধু।
কিছু নাহি ভাল লাগে, হৃদয় মরণ মাগে,
বুকেতে আগুন জ্বলে ধূ ধূ!!
বোলো তাঁরে নাম কোরে, কি কোরে সে অভাগীরে,
অকাতরে আসিলে ত্যজিয়ে!
যাহারে কোথাও তিল, রাখিয়া না হ'তে থির,
রাখিতে যে হৃদয়ে ধরিয়ে।
চাহিলে না মুখ তার, ভাবিলে না এক বার,
কি গতি হইবে তোমা বিনা।
সে ক্ষুদে বালিকা হিয়া, দলিলে গো কি বলিয়া,
সে অভাগী কিছু তো জানে না।
না না আমি মিছে কেন, তাঁর দোষ দিই হেন,
চলে যেতে ছিল না তো সাধ।
আমারে জনম তরে, কাঁদাইতে, জোর করে,
লয়ে গেলে তাঁরে, সেধে বাদ।
সুখেতে থাকুন তিনি, না হয় সহিব আমি,
যতনা যন্ত্রণা প্রাণ পাবে।

দশমী নিশি।

শুধু কাঁদিবার তরে, এসেছি ধরণী পরে,
কাঁদিয়া জীবন চলে যাবে।

১৫ই আষাঢ়, ১৩০১।

শুকতারা।

পোহাইছে রাতি, পূরব গগনে,
পাখীরা গাইছে প্রভাতী গান।
উজল চাঁদিমা হীন হয়ে আসে,
ক্রমেই লভিতেছে অবসান।
যত তারা গুলি, গিয়াছে নিবিয়া,
না দেখিতে পাই একটী আর।
এমন সময়ে, কে তুমি আসিলে,
শুকতারা বুঝি, দূত ঊষার!
যে দেশ হইতে, আসিয়াছ তুমি,
সেই রাজ্যে মোর গেছেন স্বামী।
কও দূত শুনি, মঙ্গল বারতা,
শুনিতে উৎসুক রয়েছি আমি।
কেমন দেখিলে, দেবতারে মোর,
এ রাজ্যের স্মৃতি আছে কি মনে?
অভাগীর কথা, হৃদয়ে কি কভু
জাগরিত হয়;—ওঠে স্মরণে?

নিজ সমাচার, কিছু কি তোমারে,
বলেছেন, মোরে বলার তরে ?
বল বল দূত, সমাচার তাঁর,
কেমন আছেন স্বরগ পরে।
দেববেশে যথা, দেবতা আমার,
কনক আসনে দেবতা মাঝে,—
শোভিছেন কিবা ! নন্দনের ফুল,—
পারিজাতমালা গলায় সাজে।
কিন্নর কিন্নরী, তাঁহার সম্মুখে ;
গাহিছে নাচিছে অপ্সরা যত ;
দেখিয়ে কি এলে, সে অতুল শোভা,
তাই কি মধুর হাসিছ এত !
দেবতালাঞ্ছিত সেই রূপরাশি,
ত্রিদিব উজল করেছে বুঝি ;
মধুর হাসিয়া, তাই কি আমারে,
জানাইতে তুমি আসিলে আজি ?
সার্থক তোমার নয়ন যুগল,
——অভাগী তথায় যাইতে নারে।
সে অতুল শোভা কেমনে দেখিব,
রয়েছি যে আমি সুদূর পারে।

নির্ঝরিণী।

যাইতেছ বুঝি ? যাও তবে যাও,
দেবতা আমার আছেন যথা ;
প্রণাম জানায়ো চরণে তাঁহার,
সুধাইও এই কয়টী কথা ;—
“কভু এক তিল, না দেখিয়া যারে,
অধীর হইয়া আসিতে ছুটে ;
না দেখে তাহারে, রয়েছ কেমনে,
সে যে তব আজি ধূলায় লুটে।
বলিও—“যাহার, অপরাধ কভু,
ধরিত না তব সরল হৃদি ;
কোন্ অপরাধে ত্যজিলে তাহারে,—
ভুলে অপরাধ করেছি যদি।
বলিও—“ক্ষমিতে, হবে কি নিঠুর ?
পাব না কি ক্ষমা নিকটে তাঁর ?”
যে মরুর মাঝে, দাঁড়াইয়ে আছি,
দেখিতে পাব না তার কি পার ?”
কত কি বলিতে হইতেছে সাধ,
হৃদয়ের ভাষা দেখাতে নারি ;
নয়নের জলে, বক্ষঃ ভেসে যায়,
উথলে ততই যত নিবারি।

শুকতারা।

* * * * * *

তবে যাও তারা, বোলো দেবতারে,
অভাগীর এই কয়টী কথা ;
কি দেন উত্তর, শুনিয়া সত্বর,
বলিও আমারে আসিয়া হেথা।

১লা শ্রাবণ, ১৩০১।

বরিষা-হৃদয়

(১)

প্রকৃতি আমারি মত তোমারো আজিকে,
কেন মুখ ম্লান ?
এ বিষম ব্যথা মোর,
বুকে কি বেজেছে তোর,
অভাগীরে দেখে আজি আকুল কি প্রাণ ?

(২)

কি ছিনু কি হইয়াছি, দেখিয়ে কি তাই—
ফাটিছে হৃদয় ?
দেখে এ মলিন বেশ,
মনে কি হতেছে ক্লেশ,
তাই কি গো দরদর অশ্রুধারা বয় ?

(৩)

রাজরাজেশ্বরী বেশ কোথায় তোমার,
লুকাইল আজ্ ;
কেন গো আজি এ বেশে,
দেখা তুমি দিলে এসে,
আমারি দুখেতে কি গো তোমার এ সাজ ?

(৪)

সকলি বিষাদমাখা যে দিকে নেহারি,
হুহু করে প্রাণ ;
বুক কেঁপে কেঁপে উঠে,
চ'খে অশ্রুধারা ছুটে,
আকুল আঁধারমাখা শূন্য এ পরাণ।

(৫)

ভগ্ন স্বরে কেঁদে কেঁদে বায়ু বহে যায়
হইয়া আকুল ;
পাখীরা গাইছে গান,
তুলিয়া করুণ তান,
কাঁদিতেছে তরুলতা,—ম্রিয়মাণ ফুল।

(৬)

কি এক উদাস ভাব রয়েছে ছাইয়া
অন্তর বাহিরে ;
হারায়েছি সব সুখ,
খালি হয়ে গেছে বুক,
পূরিবে না শূন্য বুক এ জনমে কি রে ?

(৭)

হৃদয়আকাশে মোর এক খানি মেঘ
কোথাও ছিল না ;
একি ! একি ! অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
বালিকা বধিতে কেন এতেক ছলনা।

(৮)

অভাগীর কপালেতে সুখ যদি বিধি,
নাহি লিখেছিলে ;
কেন দিলে সুখস্বাদ,
যদিই সাধিলে বাদ,
শৈশবেই কেন হায় ! মোরে না বধিলে !

(৯)

কি দোষ করিয়াছিল অবোধ বালিকা
তোমার চরণে ;
যাহাতে আজিকে হায় !
দহি এত যাতনায়,
অভাগী বালিকা সদা ডাকিছে মরণে।

(১০)

এস গো মরণ ! এস, শান্তিমাখা কোলে
তুলে লও মোরে ;
পারি না সহিতে আর,
এতেক যাতনাভার,
রহিতে পারি না আর আঁধারের ঘোরে।

(১১)

জননীর মত মোরে বুকে তুলে লও,
ঘুম দিও চ'খে ;
প্রশান্ত শ্যামল ছায়ে,
রব আমি ঘুমাইয়ে,
পরশিতে না পারিবে শোক তাপ দুখে।

(১২)

না না আমি বড় অভাগিনী, মোর কাছে
তুমিও এস না ;
পরশ করিলে মোরে,
শান্তি তব যাবে দূরে,
গভীর শ্যামল কান্তি হইবে ভীষণা।

(১৩)

কাঁদিবার তরে শুধু এসেছে অভাগী
এ ধরণী পরে ;
শত ধারে অবিরল,
ঢালিব নয়ন জল,
ফেলিবে না কেহই নিশ্বাস মোর তরে।

(১৪)

প্রকৃতি লো তুমি ছাড়া এ ঘোর যাতনা
কে বুঝিবে আর ;
তুমিই সঙ্গিনী মোর,
তুমিই জনম ভোর
দিয়াছ আমারে স্নেহ—সান্ত্বনা ব্যথার।

(১৫)

এক টুকু সুখস্বাদ পেয়েছিল যবে
এ হতভাগিনী ;
তখনও তোমারি পাশে,
নিরালা নিজন বাসে,—
ঢালিত তোমার কাণে সে সুখের বাণী।

(১৬)

আজি এ ভীষণ ব্যথা তুমি বিনা আর
জানাব কাহারে;
এস আজি নিরজনে,
মন খুলে দুই জনে,
কাঁদিয়া ভাসাই উভয়েরে শতধারে।

১৬ই শ্রাবণ, ১৩০১।

ভীষণ যন্ত্রণা

উঃ কি ভীষণ ব্যথা, হৃদয়ে পশেছে মোর,
পাগল করে কি দেবে মোরে !
জ্বলন্ত আগুন যেন ঢেলে কে দিয়েছে বুকে,
জ্বলে গেল,—গেল বুক পুড়ে।

পারি না পারি না যে গো অনলে দহিতে আর,
পুড়ে মরা ভাল তার চেয়ে ;
তা হলে তো শান্তি পাব, নিবিবে যাতনা ঘোর,
জুড়াইব মরণেরে পেয়ে।

* * * * * *

কোথা পিতা দয়াময়, দীনবন্ধু পরমেশ,
এক বার চাও মুখ তুলে ;
হে বিভু করুণাময় ! তোমারি দুহিতা আমি,
অভাগীরে নেবে না কি কোলে ?

কোন্ পাপে হেন শাস্তি, বুঝিতে না পারি প্রভু,
কেন মোর যাতনা অপার ;
এ ক্ষুদ্র বালিকাবুকে, কেন হে করুণাসিন্ধু,
চাপাইলে পাষাণের ভার।

অবোধ দুহিতা তব যদি দোষী হয়ে থাকে,
পাইতে পারে না সে কি ক্ষমা ?
তুমি ত গো দয়াময়, অশেষ করুণা তব,
দয়া বিতরণ কর আমা।

অমৃত করুণানদী বহুক্ হৃদয়ে মোর,
নিবে যাক্ যাতনা অনল।
হৃদয়শ্মশানে এই, তোমার আশীষে দেব,
ফোটে যেন শান্তির কমল।

১৭ই শ্রাবণ, ১৩০১।

বাসনা

ঘুচেছে সকল সাধ, সাজিব যোগিনী,
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ গৈরিকধারিণী।
রুদ্রাক্ষের মালা আহা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
সাদরে ধরিব এবে অঙ্গে তা আমার।
দূর কর হীরা মুক্তা! দাও বিলাইয়া—
দীন দরিদ্রেরে, আর কি কাজ রাখিয়া।
লালসা বিলাসমাখা ঐশ্বর্য্যে কি হবে,
অনন্তের পথে যদি কাজ নাহি দিবে।
কর্ম্মপথ সম্মুখেতে রয়েছে বিস্তৃত,
সাধিতে পারি গো যেন জগতের হিত।
কর্ম্ম কর্ম্ম এই বাক্য রবে সদা মুখে,
প্রাণ মন ঢেলে দিব জগতের সুখে।
নাহি চাই কর্ম্মফল, নাহি চাই কিছু,
অগ্রসর হব শুধু নাহি চাব পিছু।
জগৎ সংসার মোর আপনার ঘর,
সকলেই ভাই বোন কেহ নহে পর।

ভাই ভগিনীর কাজে জীবন আমার
যাপিবে, কামনা মোর নাহি কিছু আর।
প্রভাত হইবে যবে এ ঘোর রজনী,
চলে যাব মহালোকে হইতে ধরণী।
হে পিতা হে পরমেশ এই শুধু দিও,
—তখন আমারে তুমি কোলে তুলে নিও।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩০১।

নির্ঝর।

কে সদা কাঁদিছে বসে নিরালা বিজনে!
কে সদা আপনা ভুলি, সুকরুণ তান তুলি,
গাহিছে অফুট স্বরে আপনার মনে।

দেখিতে না পাই তারে, শুধু দেখি অশ্রুধারে,
আর শুধু কাণে পশে সে করুণ তান;
ওই তার অশ্রু-দাম, নির্ঝর উহারি নাম,
ওই শোন ভেসে আসে বিষাদের গান!

কে তুই রে অভাগিনী, কি দিবস কি যামিনী,
কাঁদিস বিজনে বসি খুলিয়ে পরাণ;
তোর ও করুণ সুর, চাঞ্চল্য করিয়া দূর,—
গভীর বিষাদে মোর ঢেকে ফেলে প্রাণ।

কি অভাব তোর সখি, সদাই কি দুখে দুখী,
আঁখিজল এক তিল না মানে বিরাম;
তোরো কি আমারি মত, হৃদয় নিরাশাহত,
কঠোর অশনি ঘাতে দহেছে কি প্রাণ?

বড় সাধ দেখি তোরে, কাঁদি তোর গলা ধোরে,
মিশাই এ অশ্রুসাথে তোর আঁখিজল ;
কহিব দুখের কথা, দেখাব হৃদয়ব্যথা ;—
দেখাব জ্বলিছে সদা বুকে কি অনল।

৪ঠা ভাদ্র, ১৩০১।

বুদ্ধদেব

নমি তোমা বুদ্ধদেব, মহা যোগিবর ;
মাখান পবিত্র শান্তি—
ও তব অপূর্ব্ব কান্তি,
বৈরাগ্য ঢালিয়া দেয় প্রাণের ভিতর।
জ্বলন্ত বৈরাগ্য হেন পাবে কোথা নর!

ত্রিভুবনে নাহি মিলে তুলনা তোমার ;
এমন অপূর্ব্ব শিক্ষা,
এমন ধরম দীক্ষা—
কে দিয়েছে কোন্ খানে তোমা ছাড়া আর।
ধন্য বুদ্ধদেব! তব মাহাত্ম্য অপার।

অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যজি, ত্যজিয়া সংসার,
কাটিয়া মায়ার পাশ,
লয়ে এক মহা আশ,
সামান্য ভিক্ষুর বেশে রাজার কুমার,
লোকালয় ছাড়ি গেলে গহন কান্তার।

বিলাস সম্ভোগ ত্যজি নব যৌবনে
খুঁজিতে মুক্তির পথ
মহা তপস্যায় রত,
করেছ সুদীর্ঘ কাল ধ্যান এক মনে;
খুঁজিয়া পেয়েছ পথ কত না যতনে।

মুক্ত করি মায়াজাল লভেছ নির্ব্বাণ;
দেখায়েছ জ্ঞানই ভক্তি,
জ্ঞানেতেই হয় মুক্তি,
জ্ঞানই দেখায়ে দেয় পথের সন্ধান;
নমো নমো বুদ্ধদেব মহাজ্ঞানবান্।

হে প্রভু, হে বুদ্ধদেব, দাও মোরে দীক্ষা;
উপকারই শুধু কর্ম্ম,
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম"
তব পদতলে বসি পাব এই শিক্ষা;
তোমার নিকটে দেব মোর এই ভিক্ষা।

৪ঠা ভাদ্র, ১৩০১।

কোথায় !

কোথা তুমি ! কোথা তুমি বলে !
ব্যাকুল মরমভেদী স্বরে,
ডাকিতেছি যে সদাই, কেন না উত্তর পাই,
কোথা তুমি এক বার বল দয়া করে।

আমারে ছাড়িয়ে কি গো তুমি
হেথা হতে অতি—অতি—দূরে !
কনক অমরাবতী, যথা দেবনিবসতি,
রয়েছ দেবতা হয়ে সেই সুরপুরে ?

সেথায় গেলে কি কভু আর
ফিরিয়া আসিতে নাই হেথা ?—
তৃষিত আকুল প্রাণে, এক বিন্দু বারি দানে,
——সেথায় গেলে কি হয় এত কৃপণতা !

কঠিন পাষাণ দিয়া কি গো,
স্বজিত সে দেবলীলা ভূমি ?
যে কভু সেখানে যায়, তারো কি হৃদয়, হায় !
হয় পাষাণের প্রায়, তাই কি গো তুমি—

শুনিয়া না শোন মোর কথা,
দেখেও দেখ না তাই মোর—
এ ক্ষুদ্র হৃদয়তলে, কি আগুন সদা জ্বলে,
বুকপোরা কি ভীষণ অন্ধকার ঘোর !

নাহি গলে তাই কি ও মন
এ অশ্রু, এ হাহাকার রবে ?
হৃদয়ের এ আহ্বান, কর্ণে নাহি পায় স্থান,
সেথা গেলে হয় কি গো বধিরতা তবে ?

না, না, না এ শুধু ভ্রম মোর,
তোমার যে মহান্ হৃদয় ;
হেরিলে বিষণ্ণ মুখ, ফেটে যেত যার বুক,
আজ সে এমন হবে সম্ভব এ নয়।

কোথায় রয়েছ তবে দেব!
আমারে একেলা রাখি হেথা;
আসিবে না কিগো আর, দেখিবে না এক বার,
একটীও কবে না কি কথা?

কোথা আছ বল এক বার,
এস গো বারেক প্রভু হেথা;
তোমার অভাবে হায়, এ হৃদয় মরুপ্রায়,
দেখ অভাগিনী সহে কি দুর্ব্বহ ব্যথা।

এক বার এক বার শুধু
এস দেব নিকটে আমার;
দেখ কুসুমিতা লতা, হইয়াছে বজ্রাহতা,
পুষ্পোদ্যান ধরিয়াছে শ্মশান আকার।

একি শুধু বৃথা আবাহন?
যেথায় রয়েছ এবে তুমি,
ধরণীর সুখ দুখ, নাহি পারে একটুক্
পরশ করিতে সেই পুণ্যময় ভূমি?

তবে কি গো তুমিও আমারে
একেবারে ভুলে গেছ হায়!
স্মৃতিটীও এ পারেতে, হয় না কি রেখে যেতে,
ধরণীর কিছু বুঝি সাথে নাহি যায়!

তবে কি গো চিরকাল শুধু
জিজ্ঞাসিব, উত্তর না পাব;
কোথা তুমি—এ কথার, উত্তর কে দিবে আর—
তুমি বিনা,—হায়! আমি কোথা দেখা পাব।

১১ই ভাদ্র, ১৩০১।

বিটপীবিচ্যুতা বিশুষ্ক ব্রততী।

কুসুমিতা কোমলা ব্রততী,
কে করিল হেন দশা তোর ?
হায় ! কত মন সাধে, হৃদয়ে হৃদয় বেঁধে,
সুখের স্বপনে আহা আছিলি বিভোর !

অকালেতে কে ভাঙ্গিয়া দিলে,
মরি তার সাধের স্বপন !
বাহু বাড়াইয়া ওরে, রেখেছিল বুকে ধ'রে—
বিটপী ; ছিঁড়িল হায় ! কে সেই বাঁধন।

কতই সোহাগে লতিকাটী
ক্রমে ক্রমে উঠেছিল বেড়ে !
ফুটিত কুসুম কত, ফুলভরে হয়ে নত
সুখী হত, দীঘিজলে নিজরূপ হেরে।

সকালে বিকালে প্রতিদিন,
গ্রাম্য বালিকার মত আসি,
দিঘী হতে জল তুলে, ঢেলে দিত ওর মূলে,
গাঁথিত হরষে মালা—তুলি ফুল রাশি।

ঝটিকায় গিয়েছে ভাঙ্গিয়া—
বিটপিটী আশ্রয় তার ;
ভেঙ্গেছে সাধের ঘর, তাই ও ধূলার পর
লুটিছে, আশ্রয় পুনঃ কোথা পাবে আর !

নিরাশ্রয়া পানে আজি কেহ
এক বার ফিরিয়া না চায় ;
অবহেলে অনাদরে, প্রখর তপনকরে,
একাকী ধূলায় পড়ে তাই ও শুকায়।

১২ই ভাদ্র, ১৩০১।

সেমন্তী।

(শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী ভগিনীপ্রণীত বিদ্রোহ উপন্যাস।)

(১)

প্রেম জানে পুরুষে কি কভু নারীর মতন ?
একটুকু বাধা পেলে, হায়!
পুরুষের প্রেম ভেঙ্গে যায় ;
তাহাদের শুধু ছেলেখেলা প্রণয়-রতন।
কখনো স্বরগে তারা তোলে,
কখনো পাতালে দেয় ফেলে ;
সাগরের তরঙ্গের মত তাহাদের মন।
তারা শুধু মধু ভালবাসে,
ফিরিয়া না দেখে মধুশেষে ;
পুরাতনে ফিরে নাহি চায়,—পাইলে নূতন।
সেমন্তি! তুমিই সাক্ষী তার,
দেখ আজি কি দশা তোমার!
কোথা আজি ভালবাসা, সেই আদর যতন ?

(২)

এক দিন কত না সোহাগ,—
কত না মধুর অনুরাগ
ঢেলেছিল ও হৃদয়ে ; বৃন্ত হ'তে ছিন্ন করি—
দেখেছিল সুখে প্রাণ খুলি ;
পরেছিল কণ্ঠোপরি তুলি,—
রেখেছিল সযতনে সাদরে হৃদয়ে ধরি।
কোথা আজি সে মধু আদর ?
কেন অশ্রু ঝরে ঝর ঝর ?
কেন আজি ম্লানমুখে লুটাও ধরণী পরি ?
হাসি লয়ে, সৌরভ হরিয়ে,
অকাতরে সে গেল চলিয়ে,—
কঠিন পাষাণ প্রাণে চরণে দলিত করি।
সে যে গেল ত্যজিয়া তোমায়,
তুমি কেন ভোলোনি তাহায় ?
তুমি কেন ভালবাস আজো তারে প্রাণভরি ?

(৩)

হৃদয়মন্দির মাঝে, তার
মূরতি গঠিয়া কেন আর
এখনো দেবতা ভাবি, নিশিদিন পূজা কর ?—

যে তোমারে নাহি চাহে আর,
ফিরিয়া না দেখে এক বার ;
সেমন্তী তুমিই ধন্য ! তার দোষ নাহি ধর।

(৪)

পুন তার সুখের লাগিয়ে,
নিজ হৃদি বলিদান দিয়ে,
উদ্যত আপন ধনে সঁপিতে পরের করে।
এরি নাম রমণী-প্রণয়,
এত দৃঢ় রমণী-হৃদয় !
শত বাজে ভাঙ্গিলেও বুক, প্রেম নাহি ঝরে।
নিঠুর হোক্ না কেন পতি,
প্রেমিকা যে পতিরতা সতী,
পারে সেই প্রাণেশের জীবন রক্ষার তরে
অকাতরে দিতে নিজ প্রাণ ;—
পতিব্রতা রমণী সমান
এমন মাহাত্ম্য আর ধরণী কাহার ধরে ?

১৫ই ভাদ্র, ১৩০১।

মনোরমা।

(শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃণালিনী উপন্যাস।)

মানবী কি দেববালা তুমি,
বুঝা নাহি যায় ;
বালিকা কি নবীনা রমণী,
কি কব তোমায় ?

বুঝিতে না পারিনু কখন ;
চপলা বালিকা বেশে, কভু আসি হেসে হেসে,
দাও দরশন।

কখনো মহিমাময়ী দেবী ;
শান্ত সে মূরতি মরি ! সাধ যায় হৃদে ধরি,—
আজনম সেবি।

ভাল সাজে সকলি তোমায় ;
যবে বালিকার বেশে, দেখা তুমি দাও এসে,
আপনাতে নাহি থাকা যায়।

সে মূর্ত্তি কুসুমময়ী, হেরিয়া মুগধ হই,
চেয়ে থাকি বিস্মিতের প্রায় ;
বালিকার চপলতা, মধুরতা সরলতা,
ও আননে সবি শোভা পায়।

যবে হেরি গম্ভীরা মূরতি ;—
সুপবিত্র জ্যোতি আঁকা, স্বরগ লাবণ্যমাখা,
সে সৌন্দর্য্যে প্রদানি ভকতি।

গরীয়সী তোমার হৃদয় ;
অপার্থিব প্রেমতত্ত্ব, শুনি যবে, ও মহত্ত্ব,—
অতুল বলিয়া মনে হয়।

তুমি বালা স্বরগকুমারী,
দেখাইতে সুপবিত্র, প্রেমের জ্বলন্ত চিত্র,
আসিয়াছ ধরণী উপরি।

'মহৎ হৃদয় যার, সেই আকর্ষণে তার,
জগৎ তাহারে ভালবাসে ;
এ প্রেম প্রেমই নয়, এ যে শুধু স্বার্থময়,
এতে কার কিবা যায় আসে ?

যে পাপী সন্তাপী জনে, দিতে পারে প্রেমধনে,
জগতে তুলনা নাহি তার।'—
তোমারি এ কথাগুলি, ——কবির অপূর্ব্ব তুলি',—
———সমুজ্জ্বল হৃদয় তোমার।

ধন্য তব ও প্রণয়, ধন্য তব ও হৃদয়,
ধন্য তিনি বরিয়াছ যাঁরে;
কিন্তু এই দুঃখ মনে, পারিল না এ ভুবনে,—
চিনিবারে সে জনো তোমারে।

তোমার তো ক্ষতি নাই তাতে;
তুমি আপনার মনে, ঢাল প্রেম সযতনে,
চাহ না তো প্রতিদান পেতে।

নাথপাশে জ্বলন্ত চিতায়;—
নিজ নিয়তির শেষে, অবহেলে হেসে হেসে,
আজি সতী চলিলে কোথায়?
বিধির লেখনী পূরাইতে—
জীবন্ত সৌন্দর্য্য রাশি, জ্বলন্ত চিতায় নাশি,
পতিসাথে হরিষিত চিতে,—
গেলে যথা স্বার্থ দ্বেষ নাই;

ধন্য তুমি মনোরমা! সুপবিত্রা, অনুপমা,
মাখিলেও ও চিতার ছাই—
সুদূরে পলায় পাপ, ঘুচে যায় শোক তাপ,
অপ্রেম অশান্তি রবে নাই।

১৬ই ভাদ্র, ১৩০১।

যাও তুমি হাসি।

হাসি তুই জনমের মত
কাছ হ'তে চলে যা আমার ;
স্থান তোর নাই এক তিল
এ দগধ হিয়া মাঝে আর।

নিবিড় শ্মশানে পরিণত
হয়েছে সাধের ফুলবন ;
ফুরায়েছে সবি আশা মোর,
প্রাণ এবে মরুর মতন।

এক দিন কত সুখে তোরে
রেখেছিনু হৃদয়ে ধরিয়া ;
হারায়েছি সবি সুখ আজ,
তুইও এবে যা তবে চলিয়া।

আসিস্ না কাছে মোর আর,
রহিস সদাই দূরে দূরে ;
ও জগতে স্থান নাই মোর,
এবে বাস বিষাদের পুরে।

হাসি তুমি তারি কাছে যাও—
যে পেয়েছে নব সুখস্বাদ ;
তারি হৃদে মধু ঢেলে দাও—
বিধি যারে সাধে নাই বাদ।

১৭ই ভাদ্র, ১৩০১।

এস অশ্রু, এস !

জীবনের সঙ্গিনী আমার,
আয় আয় প্রিয় অশ্রুধারা ;
তোরে পেয়ে জুড়াইবে মোর
এ হৃদয় পাগলের পারা।

হাসি খেলা আমোদ আহ্লাদ,
সবি মোর গিয়াছে চলিয়ে ;
এবে শুধু তুমিই সম্বল,
জুড়া তুই এ উত্তপ্ত হিয়ে।

সংসারের কোলাহল আর
ভাল নাহি লাগে কাণে মোর ;
নিরজনে আপনার মনে
তোরে লয়ে রহিব বিভোর।

সুগভীর নীরবতা মাঝে
কাঁদিব গো পরাণ খুলিয়া ;
জীবনের কটা দিন এই,—
এই রূপে যাইবে চলিয়া।

১৭ই ভাদ্র, ১৩০১।

সুখ কারে বলে ?

সুখ, ওগো সুখ কারে বলে ?
আমার ত হেন বোধ হয়,—
আমাদের এ ধরণীতলে
সুখ নাই—সুখ কিছু নয়।

প্রণয়ীর প্রেমসম্ভাষণ,
বিরহীর আনন্দ মিলন ;
নবোঢ়ার নব সাধ আশা,
যুবার প্রথম ভাল বাসা ;
প্রেমিকের প্রথম চুম্বন,
পতির মধুর আলিঙ্গন ;—
কালস্রোতে কি না মিশে যায় ?
কটী এর বেঁচে থাকে হায় !
এরি নাম সুখ যদি হয়,
ক্ষণিক সে—কিছু কিছু নয় !

১৮ই ভাদ্র, ১৩০১।

আমার অতীত।

আমার অতীত! আর আসিবে না ফিরে?
দেখিব না সে মধুর মুখ আর—ফিরে?
এখন ভাবিতে হবে শুধু কি স্বপন—
সে সব অতীত কথা? এ অবোধ মন—
অতীতের সুখস্মৃতি পারে না বলিতে
মিথ্যা শুধু;—পারে না যে স্বপন ভাবিতে।
কেমনে পারিবে? সবি জ্বলন্ত অক্ষরে
লেখা যে রয়েছে হৃদয়ের স্তরে স্তরে।
মুছিবে না এ লেখা তো থাকিতে জীবন,
অতীতে কেমনে তবে ভাবিব স্বপন!
জীবনে অতীতই শুধু সুখদ আমার;
এ জগতে যদি দেখা নাহি পাই আর,—
তাহারই মধুর ধ্যানে কাটাব জীবন।
আমার অতীতই সত্য,—সে নয় স্বপন।

২১শে ভাদ্র, ১৩০১।

ও যেন কেঁদে না চলে যায়।

সারা দিন কেঁদে কেঁদে, শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বালা,
　　ঘুমায়ে পড়েছে তরুমূলে ;
ধূলিধূসরিত আহা ! কচি তনুখানি ওই,
　　মা'র মত কোলে নাও তুলে।

এ সংসারে ওর হায় ! আপনার কেহ নাই,
　　ছিল শুধু জননীর কোলে ;
আজি সেই স্নেহময়ী, দুহিতারে একা রাখি,
　　সুরপুরে গিয়াছেন চলে।

এ জগৎ ওর কাছে, অকূল পাথার এবে,
　　কোথাও তো আশ্রয় নাই ;
শুধুই কি ভেসে যাবে ? না না না না অভাগীরে
　　একটুকু কোলে দাও ঠাঁই।

দেখে ও মলিন মুখ, কার না বিদরে বুক,
　　কার চোখে নাহি আসে জল ;
স্মরণলতিকা মরি ! ভূমে যায় গড়াগড়ি,
　　কোলে তুলে ঘরে লয়ে চল্।

কাদায় ধূলায় মাখা চুলগুলি, অযতনে
লুটায়ে পড়েছে ধরাতলে ;
আদরে গুছায়ে দিও, মু'খানি মুছায়ে দিও—
সযতনে আপন আঁচলে।

বুক পূরে স্নেহ দিও, মলিনতা ঘুচাইও,
কিছু না অভাব যেন পায় ;
এ কঠোর সংসারের নিরদয় ব্যবহারে,
ও যেন কেঁদে না চ'লে যায়।

২২শে ভাদ্র, ১৩০১।

প্রভাতে—এক খানি ছবি।

---

(১)

প্রতিদিন আগেকারি মত
ঘুম ভাঙ্গে প্রভাতে যখন ;
ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে
কারে যেন করি অন্বেষণ।

কে যেন গো ছিল এক দিন,
আর না দেখিতে পাই তায় ;
খুঁজিবার তরে রেখে মোরে
কে জানে সে গিয়েছে কোথায়।

(২)

প্রতিদিন ঘুমঘোর চোখ—
মেলি, যেন দেখিতে কাহায় ;
যারে খুঁজি পাই না তো তারে,
এক খানি ছবি শুধু, হায় !—

প্রথমেই পড়ে চোখে মোর।
সে সৌম্য প্রশান্ত মূরতিরে,—
আধ আলো আধেক আঁধারে,
প্রণিপাত করি নতশিরে।

২২শে ভাদ্র, ১৩০১।

ছুটী ফুল বা রত্ন ও শ্রুতি।

(শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী ভগিনীপ্রণীত সন্ন্যাসিনী—
ঐতিহাসিক নাট্য।)

নীরবে কাননমাঝে গাছ আলো করি,
এক বৃন্তে দুটী ফুল ফুটেছিল মরি!
তাদের সে শোভা কেহ ছিল না দেখিতে,
প্রেমেতে মগন ছিল তাহারা দুটীতে। ১।

এক দিন নিরদয় একটী পরাণ,
বৃন্ত হ'তে ছিন্ন করি একটী সে ফুল,—
লয়ে গেল নিজবাসে লইতে আঘ্রাণ,
—বারেক সে ভাবিল না আপনার ভুল! ২।

ছাড়াছাড়ি হোলো দোঁহে, পেরেছে কি তবু,
দুজনে, দুজন কথা ভুলিবারে কভু?
ঝালোরের ফুল শ্রুতি, চিতোর উদ্যানে
আসিয়া তো পেলে নাক সুখশান্তি প্রাণে। ৩।

মুছিতে হৃদয় হ'তে করিছে যতন—
সেই ফুলটীর স্মৃতি, বৃথায় বৃথায়!
ভোলা নাকি যায় কভু হৃদয়রতন?
ভুলিতে যাহারে সাধ, এবে সে কোথায়? ৪।

ওই দেখ বনে বনে হ'য়ে ব্যাকুলিত
ভ্রমিতেছে; হৃদে তার আজো জাগরিত
শ্রুতির মিলন আশা; সতৃষ্ণ নয়নে
কভু থাকে চাহিয়া চিতোর দুর্গ পানে। ৫।

ওই খানে আছে তার প্রাণের প্রতিমা,
ওই খানে আছে তার হৃদি প্রাণ মন;
এক বার যদি সেই মূর্ত্তি মধুরিমা
পড়ে চোখে তার, আহা! হবে কি এমন? ৬।

কে গিয়া বলিবে হায়! শ্রুতিরে তাহার,—
অভাগা দেখিতে শুধু চাহে এক বার।—
নিশি দিন যে মূরতি হৃদয়ে ধরিয়া
পূজিছে, কৃতার্থ হবে বারেক হেরিয়া। ৭।

বালিকা! তুমি কি দয়া করিবে রতনে?
যাবে যদি যাও তবে বোলো গিয়া তারে,—
বাল্যের সে সুখ-স্বপ্ন পড়ে নাকি মনে?
রাজরাণী হয়ে সে কি ভুলেছে তাহারে? ৮।

রতন জনমে কিন্তু ভুলিতে নারিবে,
চিরদিন সে মুরতি হৃদয়ে ধরিবে;
বারেক হেরিবে তারে, বড় সাধ চিতে,
পারে না গো এক বার সে কি দেখা দিতে? ৯।

একি গো! একি গো! শ্রুতি এমন নিঠুর
হয়েছ এখন! তবে ভুলেছ কি সবি—
সেই পুরাতন কথা! করেছ কি দূর
হৃদয় হইতে সেই সুমধুর ছবি? ১০।

ভাবিলে না এক বার তোমার বিহনে
রতন যাপিছে দিন কি দুখে, কেমনে;
রাজার মহিষী হয়ে সত্যই কি তারে
ও হৃদি উপেক্ষা এবে করিবারে পারে? ১১।

না-না-না-না! ও হৃদয় নয়তো তেমন,
ধরায় রমণীপ্রেম অতুল অজয়;
ধরমে, তা'হতে নারী দেয় উচ্চাসন,
ধরমের কাছে নত পবিত্র প্রণয়। ১২।

বুঝেছি বুঝেছি শ্রুতি! বুঝেছি তোমায়!
ভেবেছ জ্বলুক্ হৃদি কি ক্ষতি তাহায়?
ছি ছি ছি ছি! কিনিব না কলঙ্কিনী নাম,
—কলঙ্কিত করিব না এ পবিত্র ধাম। ১৩।

করিনু যতন কত ভুলিবার তরে,
সকলি হইল বৃথা; হৃদয় এ মম
হোলো না হোলো না বশ, জ্বলিছে অন্তরে
দাবানল, আবার কি ভুলিব ধরম? ১৪।

ত্যজেছেন রাণা এই অভাগিরি লাগি
এ প্রাসাদ, হয়েছেন বিষয়বিরাগী;
বিশ্বাসঘাতিনী ছি ছি! হইব আবার?
কলঙ্ক ঢালিয়া দিব সিংহাসনে তাঁর? ১৫।

মরণ এ হ'তে ভাল লক্ষ কোটী গুণে,
নাশিব এ ছার দেহ জ্বলন্ত আগুনে।
ধন্য নারী! ধন্য শ্রুতি! ধন্য ও প্রণয়!
পুরুষে পারে কি হেন বাঁধিতে হৃদয়? ১৬।

জ্বাল জ্বাল জ্বাল চিতা! আজিকে যাইবে
পবিত্র কুমারী চির আনন্দের দেশে;
আজিকে যন্ত্রণা জ্বালা সবি ফুরাইবে,
—ও কেগো! রতন নাকি? জীবনের শেষে। ১৭।

শ্রুতির,—দেখিতে এলে ও নবীন সাজ্?
স্বরগে যাইবে শ্রুতি শুভ দিন আজ্।
যাও শ্রুতি, যাও তবে এ ধরা ত্যজিয়া;
স্বর্গবাসী লবে তোমা আগু বাড়াইয়া। ১৮।

রতন! রতন! একি উন্মত্তের মত
চলিলে শ্রুতির সাথে তুমিও কোথায়?
—অথবা কি হবে রাখি ও ভীষণা হত—
প্রাণ আর,—শ্রুতি যথা যাইবে তথায়। ১৯।

ধরণীর খেলা সবি হয়ে গেল শেষ ;
মিলিবে দুজনে মহামিলনের দেশ।
এক সাথে দুটী ফুল ফুটেছিল মরি !
আজিকে উভয়ে গেল এক সাথে ঝরি। ২০।

২৫শে ভাদ্র, ১৩০১।

এক টুকু ঠাঁই।

হেসো না হেসো না সখি
কয়ো না কঠোর কথা,
দেখাব হৃদয় মম
বহে কি গভীর ব্যথা।

কিছু নাই কিছু নাই
এ হৃদয়ে আর মোর,
তোমাদেরি স্মৃতি, আর
আঁধার বিষাদ ঘোর।-

ছেয়ে আছে এ আমার
প্রাণ মন দেহ হৃদি,
করুণ ক্রন্দন সুর
উঠিছে মরমভেদী।

ইহা বিনা শূন্য সবি,
একা একা শুধু একা ;
পড়ে আছি এ বিজনে
কারো নাহি পাই দেখা।

কে দিবে গো অভাগীরে
একটু মধুর স্নেহ ;
কহিবে অমিয় কথা,
জুড়াবে হৃদয় দেহ।

ফুরায়েছে সাধ আশা
শুধু এই টুকু চাই,
তোমাদের ও হৃদয়ে
এক টুকু দিও ঠাঁই।

২৬শে ভাদ্র, ১৩০১।

মৃত্যু।

হায় কেন স্বার্থপর তোর ও পরাণ!
শুধুই গরলভরা, না দিস একটু ধরা,
দয়া মায়া কিছু নাই শুধু কি পাষাণ!

ভাল বাসা তোর হায়! বুঝি না ত কারে;
আহা দেখ্ কত শত, নরনারী অবিরত
জ্বলিতেছে তোর ও কঠিন ব্যবহারে।

যে তোর নিকট হ'তে র'তে চায় দূরে;
এমনি স্বভাব তোর, তারেই করিয়া জোর
লয়ে যাস্, বসিস্ তাহার বুক জুড়ে।

কাতরে যে জন সদা তোর কোল যাচে,
সুকরুণ সে আহ্বান, নাহি পারে তোর প্রাণ
গলাইতে,——তুই নাহি যাস্ তার কাছে।

জননীর কোল হতে নয়নের তারা
সন্তানে, তাহার হ'রে, লয়ে যাস্ অকাতরে,
আহা তারে করে যাস পাগলিনী পারা !

মরি ! দেখ্ কত শত নবোঢ়া বালিকা ;
না ফুটিতে সুখ আশা, না বুঝিতে ভালবাসা,
শুকায় তপনতাপে কোমল কলিকা।

নিরদয় স্বার্থপর নিঠুর মরণ ;
অফুট কুসুম কলি, কি সুখ পাস্ রে দলি,
স্থাপিতে কোমল বুকে কঠিন চরণ—

একটুও দয়া কিরে হয় না পরাণে !
স্নেহ দয়া মায়াহীন, ও হৃদয় সুকঠিন,
গড়েছে বিধাতা বুঝি নিরেট পাষাণে।

কেহ সুখী নহে তিল তোর অত্যাচারে ;
অবিচারী তোর ন্যায়, কোথাও না দেখা যায়,
তোরে নাহি চেনে হেন দেখি না ত কারে।

আবাল বনিতা বৃদ্ধ তোরে করে ভয় ;
কখন্ কাহার ঘরে, প্রবেশিয়া নিস্ হরে—
কোন্ ধনে,—সদা সবে সশঙ্কিত রয়।

কত পতি, সতী, কত জনক জননী
হারাইয়া প্রাণধনে, বিষণ্ণ সন্তপ্ত মনে
যাপে দিন, আঁখিজলে তিতায়ে অবনী।

হায়! কত দুগ্ধপোষ্য শিশু প্রতিদিন ;
নিরমম ব্যবহারে,—তোর, ও শমন! হারে,
হতেছে অনাথ আহা পিতা মাতাহীন!

কত শিশু প্রতিদিন মার কোল হতে
না ফুটিতে মরি মরি! পড়িতেছে ঝরি ঝরি,
—শমন সবারি তুই বিঘ্ন সুখপথে।

নাই হেন গৃহ এই জগতমাঝার ;
পূরাইতে মনোরথ, যথায় পাস্‌নি পথ,
ছারখার করিস্‌নি সুখের সংসার।

২৭শে ভাদ্র, ১৩০১।

বাল্যসখীর বৈধব্য শ্রবণে।

একি একি হায়! নিদারুণ কথা
পশিল অন্তরে আজ,
আমারি মতন তোমারো সজনী,
সুখেতে পড়েছে বাজ!

ভেবেছিনু আমি আমারি কেবল
গেছে চলে সুখ সাধ,
আজি একি শুনি, তোমারো সহিত
সাধিয়াছে বিধি বাদ!

আমারি কপাল পুড়িয়াছে জানি,—
ভেবেছিনু আমি সখী,—
থাক্ সুখে থাক্ তোরা সবে তবু,
জুড়াব তোদের দেখি।

১

একি নিদারুণ অমঙ্গল কথা
জানালে আমায় হায় !
অদৃষ্ট তোমার করিতে স্মরণ
বক্ষ ভাসিয়া যায়——————

নয়নের জলে নিবারিতে নারি,
হায় ! হায় ! বিধি কেন,
কি দোষে কি পাপে সাজালে তোমায়
অভাগী, আমারি হেন।

আমিই আগুনে জ্বলিতেছি সদা,
মরিব আগুনে পুড়ে ;
করেছে বিস্তার রাজ্য আপনার—
আঁধার, এ বুক জুড়ে।

ভেবেছিনু আমি চিরদিন একা
করিব আঁধারে বাস ;
না চাহিবে কেহ আসিবার তরে
এ অভাগিনীর পাশ।

নীরবে নিরালা বহিব যতেক
যাতনা অনলরাশি,
অবসন্ন হলে বাল্যসখীদের
দেখিব সুখের হাসি।

তোমাদের সুখ দেখিয়া হৃদয়
জুড়াবে একটু তবু,
হায়! মোরি মত হইয়াছ তুমি
ভাবিনি স্বপনে কভু।

প্রভু পরমেশ, পিতা হয়ে কেন
অবোধ তনয়াপ্রতি,
এ কঠিন শাস্তি করিলে বিধান;
কেমনে এভার অতি—

সহিবে তোমার ক্ষুদ্র তনয়ার
ছোট খাট হৃদি খানি!
দিলে যদি প্রভু এ যাতনাভার,
কহিয়া প্রেমের বাণী—

শ্রবণে তাহার বরষিও সুধা
ঐশী শক্তি দিও তারে ;
পেয়ে নব বল, ধৈর্য্য দিয়ে যেন
হৃদয় বাঁধিতে পারে।

সজনী তোমায় কি বলিব আর,
আর কি বলার আছে ;
এস দুই জনে কর যোড়ে মাগি
করুণা, পিতার কাছে।

রয়েছে অনেক কাজ আমাদের
খাটিতে পরের তরে,
হইবে শিখিতে পিতার মহিমা—
বিলাইতে ঘরে ঘরে।

পর উপকার এই মহাব্রত
ধারণ করিতে হবে ;
নিজ রক্ত দিয়া অপরের প্রাণ—
বাঁচাতে শিখিব কবে !

বিপুল বৃহৎ এ জগৎ মাঝে
কেহ কারো নয় পর—
ভাই বোন সব ; এ পৃথিবী শুধু
বৃহৎ একটী ঘর।

বুঝিতে পারিব কবে এই কথা,
বুঝাইব সকলেরে,—
হয়নি কিছুই—যে কাজ সাধিতে
এসেছি ধরণী পরে।

তাই বলি বোন্ হই অগ্রসর
মহত্ত্বের পথ ধরে,
এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেম দিব ঢেলে,
ভুলিব আপন পরে।

২৮শে ভাদ্র, ১৩০১।

হাসি।

(শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর
মহাশয়ের রাজর্ষি উপন্যাস।)

কে তুই বালিকা কোমল কলিকা,
কোথাকার ফুল তুই ;
শুভ্র সুন্দর, উৎফুল্ল আনন,
আধফুট যেন যুঁই।

তরল, কোমল, ছোট খাট ওই
কঁচি বুকে তোর, হাসি !
কে ঢেলে দিয়েছে এত অপার্থিব
স্বরগের প্রেমরাশি।

অথবা কি তুমি স্বরগের দেবী ?
বালিকার বেশ ধরে,
মানবের ভুল ভাঙ্গাইতে বুঝি
আসিলে ধরণী পরে ?

আমাদের এই সংসার শুধু
স্বার্থ দ্বেষ হিংসাময়,
কয় জন জানে ভক্তি প্রণয়,
স্নেহ দয়া কারে কয় ?

প্রীতি নাই হেথা মানবে মানবে ;
আপন সোদর ভাই—
নিজ স্বার্থ তরে, তারো হৃদয়ের,
রক্ত চুষিয়া খাই।

এমনি মোদের পাষাণ পরাণ
দয়া মায়া লেশ নাই,
মানবের ঘরে বিলাইতে প্রেম
আসিলে কি তুমি তাই ?

ঈশ্বরপ্রেম, আমাদের হায় !
নাই আর এক কণা ;
দেবতারে ভেঙ্গে, গঠেছি রাক্ষসী,
করি তারি উপাসনা।

পূজি রাক্ষসীরে, আমাদেরো প্রাণ
হয়েছে পাষাণ প্রায় ;
অকাতরে কত করি রক্তপাত,
ভুলেছি আপন মায়।

স্বরগে' আমরা ফেলেছি করিয়া
নরকেতে পরিণত,
হৃদয় মোদের দংশিছে, পাপ—
বৃশ্চিক শত শত।

তুমি সুরবালা করুণা করিয়া
এলে বুঝি এ মরতে,—
অন্ধ নয়ন ফুটাতে সবার,—
লইতে প্রেমের পথে।

ঢাল ঢাল প্রেম সহস্র ধারায়
হিংসা দ্বেষ দূর হোক্,
আঁধার হৃদয়ে হোক্ বিভাসিত
প্রেমের মধুরালোক।

যে প্রেমের বীজ রোপিলে আজিকে
একটী হৃদয়তলে,
জন্মিবে একদা বিটপী, তা হ'তে—
সুশোভিত ফুলফলে।

যে কাজের তরে সুরপুর হতে—
কলঙ্কিত এ ধরায়—
এসেছিলে বালা, সাধিলে সে কাজ,
——যাও তবে অমরায়।

এ কঠিন ধরা, নহে ত তোমার
থাকিবার যোগ্য স্থান;
শত কণ্টক, বিঁধিবে চরণে,
ব্যথিবে কোমল প্রাণ।

তোমারে লইতে স্বরগের ওই
খুলিছে স্বর্ণ দ্বার,
সুরনারী যত হাতে লয়ে মালা
দাঁড়াইয়া সারে সার।—

তোমারি গলায়, পরাইবে বলে
পারিজাত ফুলমালা—
গেঁথেছে যতনে ; তোমার মহিমা
গাহিতেছে দেববালা।

যাও তবে হাসি, দেবতার দেশে,
এসেছিলে যথা হতে ;
আমরা তোমারে করিয়া স্মরণ
চলিতে প্রেমের পথে—

করিব যতন ; ও শুভ্র সুন্দর
আধ বিকশিত মুখ—
রহিবে মোদের, হৃদয় মাঝারে
চিরদিন জাগরুক।

* * * * * *

যে গঠেছে এই করুণা, প্রেমের,
মধুর জ্বলন্ত ছবি,—
অনন্ত প্রেমের পাইয়া আস্বাদ
অমর সে মহা কবি।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩০১।

আমরা সাতটী।

(অনুবাদ)

দেখেছিনু আমি কুটীরবাসিনী
ক্ষুদ্র এক বালিকারে,
আট বৎসর, বয়স তাহার,
কয়েছিল সে আমারে।

কুঞ্চিত, ছোট, চুলগুলি তার
পড়েছে মুখেরোপরে,
সরলতামাখা সে মু'খানি প্রতি
চাহিনু স্নেহের ভরে।

সুধাইনু আমি সাদরে তাহারে
"বালিকা কয়টী তোরা—
ভাই ভগিনীতে ?" বিস্মিতা কুমারী
কহিল, "ক জন মোরা ?"—

আশ্চর্য্য হইয়া, বিস্ফারিত চোখে
চাহিল আমার পানে,—
এই কথা যেন নাহি জানি আমি—
অসম্ভব তার জ্ঞানে।

কহিনু আবার—"হাঁ বালিকা তাই
জিজ্ঞাসি তোমায় আমি—
ভাই বোন্ আর আছে কি তোমার ?
অথবা একাই তুমি ?"

মধুর হাসিয়া কহিল বালিকা
"না ! আমরা সাত জন।"
সুধাইনু পুন "কোথায় এখন
তোমায় সে ভাই বোন্ ?"

"আমাদের মাঝে, দুইটী এখন
কনোয়েতে বাস করে ;"
কহিল বালিকা—"আর দুটী এবে
নাবিকের কাজ করে।

বাকী আর দুটী ভাই ও ভগিনী,
ওই যে গির্জ্জার কাছে—
আছে গোর স্থান, ওই খানে তারা
দু জনে শুইয়া আছে।

নিকটে তাদের, এই কুটীরেতে
মা ও আমি বাস করি।"
বিস্মিত হইয়া চাহিলাম আমি
তাহার মুখের পরি।

ভাবিলাম মনে, বলে কি বালিকা!
তারা ত মরিয়া গ্যাছে;
কহিনু কৌতুকে, "কহিতেছ তুমি—
কনোয়ে দু জন আছে।

আর দুই জন, সুদূরে বিদেশে
নাবিকের কাজ করে;
তবে ও বালিকা, হইবে তোমরা
সাতটী কেমন করে!"

হাসিয়া বালিকা, করিল উত্তর—
“বুঝিতে নারিলে তুমি ?
সাত ভাই বোন্ আমরা সকলে ;—
——গির্জ্জা প্রাঙ্গণ ভূমি—

আর দুইটীর বাসস্থান এবে ;—
ওই যে বৃহৎ গাছে
ফুটিয়াছে ফুল ! ওরি তলে তারা
আরামে শুইয়া আছে।”

“তুমি ত বালিকা যাহা ইচ্ছা হয়
তাহাই করিয়া থাক ;
তোমার মতন হাসিতে, খেলিতে,
তারা ত পারিবে না ক ?

চেতন তোমার অঙ্গ সমুদায়.
অচেতন তারা এবে ;
যবে আছে গোর স্থানে, তবে
তোমরা পাঁচটী হবে।”

শুনিয়া এ কথা, কহিল বালিকা
"তরুলতা তৃণে ঢাকা—
ওই গোর স্থান, এ কুটীর হতে
নিকটে যেতেছে দেখা।—

বার হাত হবে, এখান হইতে,
আমাদেরি খুব কাছে;—
ওই গাছতলে, ভাই বোন্ দুটী
পাশাপাশি রহিয়াছে।

আমি প্রায় রোজ, সকালে বিকালে
ওদের নিকটে যাই—
মোজা বুনি, করি রুমাল সেলাই,
কখনো বা গান গাই';—

শুনাই ওদের;—কভু ফুল তুলে
তোড়া বাঁধি, মালা গাঁথি,
আবার তপন অস্তাচলে গেলে,
থাকিলে বিমল রাতি,—

লয়ে আমি নিজ পেয়ালাটী ছোট
  বসিয়া ভূমিরোপরি—
উহাদেরি কাছে, প্রায় রোজ আমি
  রাতের আহার করি।

ছোট ভগিনীটী—জেন তার নাম,
  প্রথমে মরিয়া গেল;
পীড়িত হইয়া শয্যাগত থাকি
  যাতনা পাইতেছিল।

পিতা পরমেশ করুণা করিয়া
  মুক্ত করি যাতনায়—
লইলেন কোলে এই ধরা হ'তে,
  আগে সেই চলে যায়।

গির্জ্জাপ্রাঙ্গণে, ওই গোর স্থানে
  শুইয়া রেখেছে তারে;
জন্ ভাই মোর তাহার সহিত
  ওই কবরের ধারে-

খেলা করিতাম নিদাঘ সময়ে ;
——নিদাঘের শেষে যবে—
তুষারে আবৃত হইল ধরণী,—
যখন প্রথমে সবে—

শিখেছিনু আমি, তুষার উপরি
খেলিতে, যাইতে চলে,
মনে আছে মোর, জন্ ও তখনি
ধরা হতে গেছে চলে।

সেও ওই খানে, ওই তরুতলে
ভগিনী জেনের কাছে ;
স্নিগ্ধ শীতল, গাছের ছায়ায়
নীরবে ঘুমিয়া আছে।"

বালিকার কথা শুনিয়া কহিনু
"তারাত স্বরগে এবে ;
বালিকা তোমরা, কয় ভাই বোন্
হইলে এখন তবে ?"

বিস্মিত হইয়া কহিল কুমারী
"কয়েছি ত মহাশয়,—
সাত জন মোরা" কহিনু "তারাতো
ধরণীর আর নয়।

দু জনেই তারা মরিয়া গিয়াছে,
স্বরগে গিয়াছে চলে ;—
আত্মা তাহাদের" "সাত জন আছি"
তবুও বালিকা বলে !

যতই তাহারে বুঝাই না কেন,
বুঝিল না সে কুমারী ;
দৃঢ় বিশ্বাসের নিকটে তাহার
মানিলাম আমি হারি।

ওয়ার্ড্‌স ওয়ার্থ। ৭ই আশ্বিন, ১৩০১।

বালকের শোক

(অনুবাদ)

"ওগো—আমার নিকটে ভাইকে আমার
ডাকিয়া আনিয়া দাও,
আমি,—পারি না খেলিতে, একেলা যে আর,
——ভাইকে ডাকিয়া দাও।

দেখ,—আসিল নিদাঘ, ফুটিয়াছে ফুল
কত শত গাছে গাছে;
দেখ,—মধুর আশায় যত অলিকুল
আসিছে ফুলের কাছে।

শুধু—পুঁতেছিনু মোরা, দু জনে মিলিয়া
ফুলগাছ যত গুলি;
আহা!—কোনটী তাদের গিয়াছে শুকিয়া
কোনটী লুটায় ধূলি।

আর—কে তাদের এবে করিবে যতন ;
আঙ্গুরের গাছ যত—
ওই,—দেখ না চাহিয়া, হয়েছে কেমন
ফলভরে অবনত !

কেগো,—আর তাহাদের লইবে তুলিয়া
কোথা মোর ভাই, হায়,—
ওগো,—রয়েছে এখন ! দাও না ডাকিয়া,
থাকুক না সে যথায় !”

“ক্ষান্ত হও বাছা, সে আর তোমার—
শুনিতে পাবে না কথা ;
গিয়াছে সে চলি, ফিরিয়া ত আর
আসিতে নারিবে হেথা !

নিদাঘের মত, শোভা পেয়েছিল
সেই মুখ খানি হায় !
এই ধরণীতে দেখিতে ত তুমি
পাবে নাক আর তায়।

যেমন গোলাপ ক্ষণ শোভাময়,
সৌরভ দুদণ্ড তরে ;
সকালে ফুটিয়া আলো করে গাছ,
বিকালে ঝরিয়া পড়ে ;—

গোলাপেরি মত, জীবন তাহারে
দিয়াছিলা পরমেশ ;
দু দণ্ডের তরে ফুটেছিল শুধু,
——হয়েছে সকলি শেষ।

এবে বাছা তুই এ ধরণী মাঝে
একেলাই খেলা কর্ ;
তোর সেই ভাই গিয়াছে চলিয়া
অমৃত স্বরগোপর।”

হায় !—“তবে কিগো তিনি এই সমুদায়
ফুল পাখীদের ফেলি,—
ওগো,—এ ধরণী হতে কোথা কত দূরে
গেছেন স্বরগে চলি !

তবে,—আমি এত যে গো, ডাকিতেছি তাঁরে;
হবে কি সকলি বৃথা!
তবে,—নিদাঘের এই সুদীরঘ দিনে,
আসিবেন নাকি হেথা?

আহা!—তটিনীর ধারে, কাননে, প্রান্তরে
দু জনে ধরিয়া হাত,—
কত,—বেড়াতাম মোরা, সবি শেষ হল,
সে দিন ফিরিবে নাত।

হায়!—জানিলে এমন, যত দিন তিনি
ছিলেন ধরণীপরে—
এই,—নয়নে নয়নে রাখিয়া তাঁহারে
দেখিতাম প্রাণ ভরে।

আমি,—মন প্রাণ ঢেলে আরও তাঁহারে
লইতাম ভাল বেসে;
হায়,—যদি জানিতাম, রহিবে পড়িয়া
হাহাকার শুধু শেষে!—

মেমার্স, হেমান্। ৭ই আশ্বিন, ১৩০১।

একা

সকলেরি এ সংসারে
একটা উদ্দেশ্য আছে,
সকলেই প্রতি দিন
নিজকাজে চলিয়াছে।

আমি শুধু এ সংসারে
রয়েছি উদ্দেশ্যহীন,
কেহ সাথে নাই মোর
আছি একা উদাসীন।

দুস্তর এ ভবনদী
কাহার ধরিব হাত,
এ দুর্গম বন পথে
কে যাবে আমার সাথ।

প্রতি দিন চেয়ে দেখি
ভাসিয়া সংসারস্রোতে ;
কত কাজে, কি উদ্দেশে
কত লোক চলে পথে।

কেহ তারা একা নয়,
সবারি দোসর আছে ;
হাত ধরাধরি করি
সোৎসাহে চলিয়াছে।

উদ্দেশ্য, উৎসাহহীন
আমি এক প্রান্তে পড়ে,
কে হাত বাড়ায়ে দেবে
আমারে করুণা করে।

৯ই আশ্বিন, ১৩০১।

চিরদিন একা নয়

আজি আমি একা পড়ে
মানবের অন্তরালে,
পাব কি না পাব সাথী
জানি না ত কোন কালে।

কিন্তু আমি একা হেন
নাহি ছিনু চিরদিন;
ছিল না ত এ হৃদয়
উদ্দেশ্য উৎসাহহীন।

প্রভাতকিরণ যবে
ফুটে উঠেছিল মুখে,
সমস্ত জীবন ছিল
পূর্ণ এক মহা সুখে।

প্রভাত অরুণালোকে
নবীন উৎসাহভরে,
চলিনু বিলাতে প্রেম
মানবের ঘরে ঘরে।

পেয়েছিনু সে তখন
জীবনের সাথী মোর,
সে মোরে ছাড়িয়া গেল
অতীত না হতে ভোর।

নৈরাশ্য ঘিরিল আসি
হৃদি প্রাণমন দেহ,
ভাঙ্গিয়া পড়িল মোর
সাধের প্রেমের গেহ।

প্রভাত অরুণালোক
ঢাকিল জলদজালে,
এ নিবিড় অন্ধকার
ঘুচিবে কি কোন কালে?

সঙ্গীহীন, সুখহীন,
এ বিজনে পড়ে আছি ;
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভাই
তোদের প্রসাদ যাচি।

যদিও একেলা আমি
তোমরা ত পর নও ;
পিতার সন্তান যদি,
আমার ত ভাই হও।

দেখ চেয়ে স্নেহ বিনা——
একটী ভগিনী মরে,
ধর অভাগীর হাত
তোমরা করুণা করে।

সাথে লও তোমাদের
এ বিস্তীর্ণ কর্ম্মপথে,
ভেসে যেন নাই যাই
শুধুই সংসারস্রোতে।

৯ই আশ্বিন, ১৩০১।

আমার হৃদয়

কত না অব্যক্ত ভাব হৃদয়ে রয়েছে ভরা,
প্রকাশিতে করি সাধ, ভাষায় না দেয় ধরা।
নাহি পারি বলিবারে, শুধুই বুঝেছি ভাবে;
হৃদয়ের কথা কিগো হৃদয়ে মিলায়ে যাবে!
দুটী অশ্রুধারা রূপে ফুটিয়া উঠিতে চায়;
পাছে লোকে সে কথার কিছু অর্থ নাহি পায়,
অথবা বুঝিতে এক তারা বুঝে ফেলে আর;
রেখেছি গোপনে রুদ্ধ তাই হৃদয়ের ভার।
সে অব্যক্ত ধ্বনি মোর প্রতিশিরা বহমান,
আধ ঘুম ঘোর প্রায় ছেয়ে আছে এ পরাণ।
কে যেন বসিয়া মোর হৃদয় আসনোপরি,
গম্ভীর নিনাদময় কি বিচিত্র যন্ত্র ধরি—
বাজাইছে অবিরত কি মহা রাগিণী তায়;
সুরগুলি তার, ধীরে আমার পরাণে ভায়।
শুনিয়া সে সুরগুলি কি যেন গো মনে পড়ে,
এ বিস্মৃত মোহমুগ্ধ পরাণ আকুল করে।

মনে হয় "কি যেন গো হোলো না হোলো না হায়!"
মনে হয় "এ জীবন বুঝিবা বৃথায় যায়।"
যে আদেশ শিরে ধরি এসেছি ধরণীপরে,
ভুলে গেছি সমুদায়, আছি মত্ত মদভরে।
যে রাগিণী নিশিদিন ধ্বনিছে হৃদয় মোর,
মনে হয় যেন আমি চিনি তা জনম ভোর।
শুনিয়া সে মহামন্ত্র কত কি যে মনে আসে,
প্রকাশ করিতে তাহা পারি না পারি না ভাষে।
ভুলেছিনু যে আদেশ,—কে যেন গভীর স্বরে
জাগায়ে তুলিছে পুন হৃদয়ের স্তরে স্তরে।

১০ই আশ্বিন, ১৩০১।

পত্র।

শ্রীমতী মনোরমা। অগ্রজা সহোদরা ভগিনী
শ্রীচরণ কমলেষু।

দিদি! তুমি আমায় কি গো!
ভুলে গেছ একেবারে;
চিঠিপত্র পাই না আর,
মন্‌টা বড় আকুল করে।

আর কি এখন আছে মোর—
স্নেহ ছাড়া তোমাদের,
দিও তাই একটী কণা,
আমার সেই হবে ঢের।

তোমরা যদি ভুলে যাও
এ অভাগী বোন্‌টীরে,
শুষ্ক প্রাণে, কিসের আশে
সাঁতার দেব অগাধ নীরে।

তোমাদেরি একটী কণা,
স্নেহসুধা পান করে—
এখনও আমি বেঁচে আছি
এ মর ধরণীপরে।

(নইলে), বনের মাঝে যে ফুলটী
ফুটেছিল অন্ধকারে—
ধীর বাতাসে গন্ধ যার
নিয়ে যেত চারি ধারে ;—

বনের কোলে অন্ধকারেই
নীরবে সে যেত ঝরে ;
শুন্‌ত না কেউ, জান্‌ত না কেউ,
মুছ্‌ত না চোখ 'আহা' করে।

এ জগতে তার কারণে
কিছু কার হত না ক্ষতি ;
মা বাপ আর তোমার বুক
একটু খালি হত—' যদি।

জানি আমি চিরকালই——

তুমি আমায় বাসো ভালো,

তুমি আমায় বরাবরই——

পরাণ পূরে স্নেহ ঢালো।

এখনও তাই দেখ্‌তে পাও

আমায় এ ধরণী মাঝ,

তাই এখনও মনে করি

আছে দেরি আস্‌তে সাঁঝ।

কারো জীবনে না ফুরাতে—

সকাল বেলার ছেলেখেলা,

আচম্বিতে ঘনায়ে আসে

নিবিড় ঘোর সন্ধ্যেবেলা।

ঠিক দুপরে আমোদে মেতে

নিশ্চিন্ত রয়েছে কেউ,

কোথা হতে নেমে আসে

সন্ধ্যার আঁধার ঢেউ।

আমার সন্ধ্যে, আস্‌বে কখন
আমি প্রায়ই ভাবি রোজ,
পড়ে আছি এক্‌টী ধারে
কেউ ত কই নেয় না খোঁজ।

জলবিম্ব জলেই মিশুক
সকল ল্যাঠাই যাবে ঘুচে,
তোমাদের ও হৃদয় হতে—
স্মৃতিও শেষে যাবে মুছে।

এত কাল এ বুকে মোর
ঢেলেছ যে স্নেহধারা,
যে অমৃত পান করে—
এখনও আমি পাগল পারা।

যে আস্বাদ পেয়েছি তা
কখনো কি ভোলা যায়,
অভাগী তোমার কাছে
তাই এখনও স্নেহ চায়।

রয়েছি য' দিন হেথা
ভুলো না ভুলো না তারে,
রেখো স্থান এক্ টুকু
হৃদয়ের এক ধারে।

আর কিছু ত এ অভাগী
চায় না দিদি তোমার কাছে,
ভয় শুধু এই মনে তার
আছে যা হারায় পাছে।

তবে আসি আজকের মত,
চিঠির আশায় রইনু চেয়ে ;
দেরি কোরো না, লিখো চিঠি,
আমার এ চিঠিটী পেয়ে।

১১ই আশ্বিন, ১৩০১।

দুর্গোৎসব।

সারা বৎসর পরে, এলি মাগো ধরা'পরে,
নেগো কোলে ছেলেদের তুলি ;
আশাপথ ছিল চেয়ে, দেখ্ তোর দেখা পেয়ে,
মা মা! করে ডাকে ছেলেগুলি।

যতনে তুলে নে কোলে, মধুর স্নেহের বোলে,
তৃষার্ত্তের হৃদয় জুড়াক্ ;
আদরে তাদের গায়ে, পদ্ম হাত দে বুলায়ে,
রোগ শোক তাপ দূরে যাক্।

তোরে মা বলার তরে, সারা বৎসর ধরে,
রেখেছে জমায়ে কতই কথা ;
অশ্রু ও যাতনা জ্বালা, গেঁথেছে কতই মালা,
বুকে ভরা আছে কত ব্যথা।

মুছে দে মা আঁখিজল, দে বুকে নবীন বল,
দুরবল হোক্ বলবান ;
অন্নপূর্ণে দে মা অন্ন, ঘুচুক বঙ্গের দৈন্য,
দুরভিক্ষ পীড়িত পরাণ।

বাঁচুক দয়ায় তোর, কাটুক আঁধার ঘোর,
হাহাকার ঘুচুক তাদের ;
(উথলে নয়ন লোর), ত্রিনয়ন মেলি তোর,
দেখ্ দশা ফরিদপুরের।

শুধু অস্থিমাত্র সার, দাঁড়াইয়া সারে সার,
হাজার হাজার তোর ছেলে ;
অশন বসনহীন, কাঙ্গাল দরিদ্র দীন,
ডাকে ওই 'মা' 'মা' 'মা' 'মা' বলে।

কাতর কণ্ঠের ধ্বনি, শূন্যে হয় প্রতিধ্বনি,
জাগাইয়া তোলে দশ দিক ;
এ আর্ত্ত কাতর রবে, স্থির আছে যারা সবে,
——তাহাদের শত বার ধিক্ !

দয়াময়ী তুই মাতো, কভু স্থির রবি না তো,
গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন ;—
এই শত শত ছেলে, মাগো তোর দয়া পেলে,
রক্ষা পায়, ওই স্বর ক্ষীণ ;—

বাজে না কি তোর কাণে, পরশে না তোরো প্রাণে ?
না-না তুই নিদয়া ত নয় ;
সন্তানের আঁখিজল, দেখিয়ে কোথায় বল্,
জননী অধীরা নাহি হয়।

এ অভাগী তোর কাছে, আর কিছু নাহি যাচে,
অনাথ সে ভাই বোন্‌দের ;—
জগৎমাতা মহামায়া, দে মা তোর পদছায়া,
ঠাঁই আর কোথায় তাদের।

ঘুচুক বঙ্গের দৈন্য, অন্নপূর্ণে দে মা অন্ন,
দারুণ ক্ষুধিত ভাই বোনে ;
প্রসারি কোমল হস্ত, বস্ত্রহীনে দে মা বস্ত্র,
দে আশ্রয় নিরাশ্রয় জনে।

মা গো তোর তনয়ার, রেখেছিস কিবা আর,
সুখ সাধ নিয়েছিস হরে ;
সবি তুই দিয়েছিলি, এরি মাঝে কেড়ে নিলি,
এবে এই ধরণী উপরে ;—

আর মোর কিছু নাই, স্বদেশ ভগিনী ভাই—
ইহাদেরি মুখ চেয়ে আছি ;
এদের দেখিলে দুখ, বিদরে যেন গো বুক,
তাই তোর কাছে এই যাচি।

পূজিতে চরণ মা'র, লয়ে পুষ্প অর্ঘভার,
কারা ভাই দুয়ারে দাঁড়ায়ে !
এ নয় পূজার রীতি, যদি চাও মার প্রীতি,
দাও হস্ত দরিদ্রে বাড়ায়ে।

পাপ তাপ মলিনতা, ঘুচাও ব্যথীর ব্যথা,
ভেদাভেদ করো না গণন ;
সাধু ইচ্ছা ভাই, যার, জননী সহায় তার,
——এই ব্রত করহ মনন।

আনন্দ ভকতি স্নেহ, পূর্ণ হোক বঙ্গ গেহ,
আত্মপর, উচ্চনীচ জ্ঞান,—
হিংসা দ্বেষ কুটিলতা, ঘৃণা ক্রোধ নিঠুরতা,
সবে তারা করুক প্রয়াণ।

সারা বৎসরমাঝ, শুভ দিন ভাই আজ,
এস গো ধরিবে কে এ ব্রত;
ছুঁইয়া চরণ মা'র, কর এ প্রতিজ্ঞা সার,
পর উপকারে রবে রত।

মার পূজা এরি নাম, অন্য পূজা নাহি চান,—
জননী তোদের কাছ হতে;
বৎসরান্তে এক বার, আগমন হয় মা'র,
হিসাব, কাজের তাঁর, ল'তে।

নিঃস্বার্থ, নিস্কাম ভাবে, তাঁর প্রিয় সাধ সবে,
আনন্দিতা হবেন জননী;
প্রেমানন্দ শান্তিময়, স্বর্গ আর কারে কয়?
হবে স্বর্গ মোদেরি ধরণী।

২১শে আশ্বিন, ১৩০১

একাদশী।

স্মরণীয় দিন এই জীবনে এখন,
পালিতে নারিব ব্রত, এ কথা কেমন!
পুণ্যময়ী একাদশী, এবে বড় ভালবাসি,
এ কি কষ্ট? কিছু নয়, বোলো না এমন;
এই স্মরণীয় দিন জীবনে এখন।

পক্ষান্তরে এক দিন বঙ্গবিধবার—
পবিত্র সুখদময়; এতে কষ্ট কার?
এ দশা হয় নি যবে, আমি ভাবিতাম তবে,
পোড়া একাদশী কেগো করেছে বিচার;-
দুঃখিনী, অভাগী তরে-বঙ্গবিধবার।

করেছে নিয়ম এ যে, বুঝেছি এখন,
বঙ্গবিধবার বন্ধু প্রকৃত সে জন ;
কামনা করিতে নাশ, করিতে সংযমাভ্যাস,
সহায় পুণ্যের পথে নাহিক এমন ;
এতে যার কষ্ট হয় সে মেয়ে কেমন ?

বোঝে না যে পাপ পুণ্য দুগ্ধপোষ্য বালা,
তারি পক্ষে একাদশী মর্ম্মান্তিক জ্বালা।
সমাজের নেতা যারা, কেমনে দেয় গো তারা,—
এ বিধি তাহারে, এ যে দাবানল জ্বালা,—
তার বুকে ; এ আগুনে পুড়ে মরে বালা।

নহি আমি কচি মেয়ে বোলো না ও কথা,
ভেবো না তোমরা কিছু, পেয়ো নাক ব্যথা ;
অম্লান বদনে আমি, যাপিব দিবস যামী
——পক্ষান্তরে এক দিন, একি বড় কথা !
ভেবো না তোমরা ওগো, পেয়ো নাক ব্যথা।

গত কথা মনে করে দেখ এক বার,
কতই না উপবাস গিয়াছে তাঁহার ;
বারেক শরীর প্রতি, চাহিতে হয় নি মতি,
করেছেন দেহোপরি কত অত্যাচার ;
সাধ করে সহেছেন কত অনাহার !

মাসে দুটো একাদশী, কিছুই ত নয়—
তার কাছে ; এরে সবে কষ্ট কিসে কয় ?
শয্যায় শুইয়া আহা, দারুণ যাতনা যাহা
অকাতরে সহ্য করিয়াছে সে হৃদয় ;
একাদশী তার কাছে কষ্ট কিছু নয়।

একাদশী প্রিয় সখী এখন আমার,
তাঁর কথা মনে পড়ে আজি বার বার ;
কত না যাতনা হায় ! পেয়েছেন এ ধরায়,
তেমন সহিষ্ণু কোথা দেখি নাই আর ;
আমার এ একাদশী তুচ্ছ কাছে তার।

২৫শে আশ্বিন, ১৩০১।

"বিধবা।"

ওগো তোরা বলিস্ নে কেউ,
ও ভীষণ নিদারুণ কথা!—
শেলসম বাজে বুকে মোর,
প্রাণে জেগে উঠে শত ব্যথা।

হয়েছি যা দেখিতে ত পাস্,
মুখে বলে কি হবে গো আর;
ভয়ঙ্কর কথা ওই মোরে
শুনাস্‌নে মিনতি আমার।

জ্বলন্ত আগুন মাখা যেন
মোর কাছে ও "বিধবা" নাম,
জানি, তাই হয়েছি যে আমি,
জেনেছি বিধাতা মোরে বাম।

কিন্তু তবু পারি না সহিতে—
বিধবা আমারে যদি বলে ;
বুক ফেটে যায় যেন মোর,
সপ্ত সিন্ধু নয়নে উথলে।

ওগো আমি স্বপনে না জানি,
এই দশা হবে যে আমার ;
হায় ! হায় ! কোন্ পাপে বিধি
দিলে মোরে এ যাতনা ভার।

"অলক্ষণা" হয়েছি এখন
ভাগ্যবতী সধবার কাছে,
শুভকাজে, যোগদান দিতে
নারিব,—অশুভ ঘটে পাছে।

হা হা বিধি কি করিলে মোর—
রাখিলে না একটুও স্থান ;
কেড়ে নিলে রমণীর সার,
শূন্য করে হৃদি মন প্রাণ।

ছিনু আমি কত আদরিণী,
জানি নি অবজ্ঞা কারে বলে ;
কপালের দোষে শুধু আজি
সবে মোরে পায়ে যায় দলে।

অবজ্ঞেয় হয়েছি এখন
স্বামী-স্নেহে-সোহাগিনী কাছে,
বিষ খেয়ে মরিতাম, যদি
জানিতাম কপালে এ আছে।

সে মরা সুখের মরা ছিল ;
পতির চরণে রেখে মাথা—
বিসর্জ্জন করা তুচ্ছ প্রাণ,
কত বড় সৌভাগ্যের কথা !

আছে যাহা বিধির লিখন,
বিপরীত হবে কি করিয়া ;
কত দিন জানি নাত আরো
র'তে হবে এ প্রাণ ধরিয়া।

কাঁদিতে, বেদনা স'তে শুধু
জনম আমার ধরামাঝে ;
নতুবা এ পাষাণ হৃদয়
লাগিবে কাহার কোন্ কাজে।-

দুঃখীর মুছাতে আঁখিজল,
ব্যথিতে সান্ত্বনা দিতে দান ;
অনাথের হইতে সহায়,
তাপিতের জুড়াতে পরাণ।

বুকপোরা বেদনা যাহার,
অশ্রুপোরা নয়ন যুগল ;
প্রেমের অভাবে হৃদি যার
হইয়াছে অবশ বিকল ;

তার দ্বারা হবে কোন্ কাজ।
শুধু মাতা ধরণীর ভার—
বাড়াইতে লভেছে জনম,
দেখিতে পাই না উপকার।

তবে আমি কেন জ্বলে মরি—
লোকে মোরে অবজ্ঞা করিলে;
চমকি 'শিহরি' কেন উঠি,
কেন কাঁদি 'বিধবা' বলিলে?

ও নাম অসহ্য কেন মোর
জানি নাত কারণ ইহার;
ভাবিলে বিদরে যেন প্রাণ,
থাকি না আমাতে আমি আর।

২৬শে আশ্বিন, ১৩০১।

বিধবা কিশোরী।

আমার কি যেন ছিল, এখন নাহিক আর ;
তাহারি অভাবে শুধু যেন এই হাহাকার।
থেকে থেকে তারি তরে ওঠে যেন দীর্ঘ শ্বাস,
অশ্রু দেখা দেয় চখে, অধরে মিলায় হাস।
হয় ত রয়েছি আমি প্রিয় সখীদের সাথে,
কথোপকথনে মগ্ন বিমল চাঁদিনী রাতে ;
মধুর জ্যোছনা রাশি পড়েছে কোলের পরে,
অবিন্যস্ত চুল লয়ে সমীরণ খেলা করে।
ভেসে আসে ফুল গন্ধ কুসুম কানন হতে,
কে জানে আপন মনে গাহিয়া কে চলে পথে ;
সে আকুল তান তার মরম পরশে মোর,
সহসা হৃদয় উঠে হইয়া আকুল ঘোর।
না ফুরাতে মাঝখানে বাক্যস্রোত থেমে যায়,
ধীরে ধীরে ঘন ঘোর আঁধার পরাণ ছায় !
কি জানি কি মনে পড়ে কিছু ভাল নাহি লাগে,
বুঝিতে পারি না মোর মরমে কি ব্যথা জাগে।

হয় ত কখন আমি দুপুরে নিৰ্জন বাসে—
গাহিতেছি আন্‌মনে, বসি জানালার পাশে ;
গাহিতে গাহিতে গান হয়েছি আপনহারা,
ভাবেতে ডুবিয়ে গেছি যেন পাগলিনী পারা।
সহসা ভাঙ্গিল ঘোর একটী পাখীর ডাকে,
কি বলে করুণ স্বরে বসি বকুলের শাখে ?
বাতাসের কোলে ধীরে গান মোর মিলে যায়,
পাখীর বিষাদ তানে প্রাণ কেন ব্যাকুলায় !
হাসিরাশি কেন হয় পরিণত অশ্রু ধারে,
মর্ম্মভেদী কেন ওঠে দীর্ঘ শ্বাস বারে বারে !
কি যেন গো মনে পড়ে কিছু ভাল নাহি লাগে,
বুঝিতে পারি না মোর প্রাণে কি বেদনা জাগে।

বসন্তের সুপ্রভাতে কখনো কুসুম বনে,
চয়ন করিয়া ফুল গাঁথি বসে শিলাসনে ;
বিহগ বিহগী কত বসিয়া তরুর পরি,—
গাহিছে প্রভাত গাথা সুমধুর তান ধরি’।
প্রভাত কিরণ মাখি কত শত পাখী খেলে—
মেঘহীন সমুজ্জ্বল সুনীল গগনকোলে।

কাঁপাইয়া তরুলতা প্রভাত বসন্ত বায়—
বহিছে, কি যেন ধীরে মোর কাণে কহে যায়।
বুঝিতে পারি না তার সে মৃদু নীরব কথা,
শুধু জেগে ওঠে মোর প্রাণের ঘুমন্ত ব্যথা।
কি যেন গো মনে পড়ে নাম তো জানি না তার,
কাঁদিয়া আকুল হই বহে চখে শত ধার।
ছড়ায়ে ফেলিয়া দিই কুড়াইনু যত ফুল,
জানি না কুড়ানু কেন—এমনি মনের ভুল।
চিনিতে নারিনু আমি আপনার প্রাণ মন,
কিসের অভাব মোর বলে দেবে কোন্ জন!

আশ্বিন, ১৩০১।

সাধ

আজিকে আমার প্রাণে উঠিয়াছে কি উচ্ছ্বাস,
আপনারে বিলাইতে হইতেছে অভিলাষ।
অণু পরমাণু হয়ে জগতে ছড়ায়ে রব,
নিজের সামগ্রী মত সবারি আপন ক'ব।

কেহ রহিবে না বৈরী, রহিবে না পর কেহ,
সবারে বাঁটিয়া দিব হৃদয়ের এই স্নেহ।
কুসুম ত নাহি ফোটে কভু আপনার তরে,
ক্ষণিক জীবন টুকু চলে যায় পরে পরে।

ক্ষুদ্র সে হৃদয় টুকু শুধুই পরেতে ভরা,
সবারে বাঁধিয়া রাখে দিয়া আপনারে ধরা ;
হাসি, গন্ধ, মধু টুকু, জীবনের সার তার,
তাও সে রাখিয়া যায় মরণের পরপার।

আমার এ ক্ষুদ্র বুকে আছে যত টুকু স্নেহ,
সবারে বাঁটিয়া দিব, যাবে না ফিরিয়া কেহ।
জগতে যে যেথা আছ এস পরাণের কাছে,
সবারে হৃদয় মোর স্নেহেতে বাঁধিতে যাচে।

আমার হৃদয়মাঝে এই বড় সাধ জাগে,
কোটী অণু পরমাণু বিভক্ত করিয়া ভাগে—
আপনারে, জগতের বুকে দিই মাখাইয়া;
সবারি হৃদয়সাথে দিই হৃদি মিশাইয়া।

, ১৩০১।

চিনি না তবুও তোরে।

চিনি না তবুও তোরে আমি বড় ভালবাসি ;
অসীম উলঙ্গ ওই মহান্ সৌন্দর্য্যরাশি,—
যত দেখি তত আরো বাড়ে দেখিবার আশ,
না জানি মিটিবে কবে সুমধুর এ তিয়াষ।
এ সৌন্দর্য্যসাগরের আছে কি গো তল পার,
অথবা ভাসিয়া যাব, সাঁতারিব চিরকাল।
মিটাতে নারিবে যদি, পিয়াসা বাড়াবে বই,
তবে কেন দিলে দেখা আমারে সৌন্দর্য্যময়ী !
নিমেষে নিমেষে দেখি কত নব নব রূপ,
অতুল উপমাহীন সবি দেখি অপরূপ।
তোমায় ধরিতে যাই পাগল হইয়া যেন,
মিছে শুধু ছুটাছুটি ধরিতে পারি না কেন ?
কোথায় তোমার অন্ত, দেখিতে পাইব কবে,
অথবা জীবন-ভরা শুধু খোঁজা সার হবে।
অথবা,—সমস্ত জীবন তোমা খুঁজিতে করিয়া ব্যয়—
হইয়া পড়িব যবে শ্রান্ত ক্লান্ত অতিশয় ;

চরণ অবশ হবে চলিতে নারিব আর,
আঁখি হ'তে আলো মুছে হবে যবে অন্ধকার ;
কাছে রহিবে না কেহ, লুটাব ধূলায় পড়ে,
তখন কি দেখা দেবে আমায় করুণা করে ?
সস্নেহে বুলায়ে হাত শ্রান্ত ক্লান্ত দেহোপরি,
উঠাইবে ধূলি হ'তে আমারে কি হাত ধরি ?
সাদরে চুম্বিয়া মুখে, আঁচলে মুছিয়া ধূলি,
প্রশান্ত তোমার বুকে আমারে কি লবে তুলি ?
রূপের আলায় তব ঘুচিবে আঁধার কালো,
পড়িবে আমারো বুকে নবজীবনের আলো।

৭ই কার্ত্তিক, ১৩০১।

আহা! ঘুমাক্ ঘুমাক্

আহা! ঘুমাক্ ঘুমাক্;
ভাঙ্গাস্‌নে ঘুম, কেউ ডাকিস্‌নে ওরে,
তোরা সব চুপ করে থাক্।
কত দিন পরে যদি ওর আঁখিপরে
এল ঘুম,—ঘুমাক্ ঘুমাক্;
কত ব্যথা ছিল পোরা ওই ছোটো বুকে,
সব ব্যথা যাক্, মুছে যাক্।
শান্তিময়ী ঘুমকোলে বাছার আমার,—
দগ্ধ প্রাণ আজিকে জুড়াক্;
ভাঙ্গাস্‌নে ঘুম, কেউ ডাকিস্‌নে ওরে,
তোরা সব চুপ করে থাক্।
কত দিন পরে যদি এল চোখে ঘুম,
আহা! বাছা ঘুমাক্ ঘুমাক্;

কত দীর্ঘ রাত মরি গিয়েছিল কেটে—
নিদ্রাহীন ওর আঁখিপরে
আমিও শিয়রে বসি কাটায়েছি রাত—
অবশ মাথাটী কোলে করে।

আসিত নয়নে মোর নিদ্রাবেশ যদি,
কহিতাম ঘুমেরে কাতরে ;—
"অভাগীসর্ব্বস্ব ধন নয়নের তারা,
যাও ঘুম তার আঁখিপরে।"

শুনিত না ঘুম মোর সে কাতর বাণী,
চলে যেত আঁখি ত্যজে মোর ;
বাছারে করিয়া কোলে অভাগিনী আমি
রজনীটি করিতাম ভোর।

কখনো নিশীথে,—যবে ধরণীর বুকে—
জীবগণ ঘুমে অচেতন ;
পশিত জানালা দিয়ে ঘুমন্ত জ্যোছনা,
বসন্তের মৃদু সমীরণ।

জগতের নীরবতা আনিত বহিয়ে
যামিনীর ভাষাহীন কথা ;—
দ্বিগুণ অশান্তি ঢালি দিয়ে যেত প্রাণে
বুঝে যেত মা'র গুপ্ত ব্যথা।

বাছাও বুঝিত বুঝি মায়ের বেদনা
ক্ষীণ বাহু দুটী পসারিয়া—
"তুমি মা পেও না ব্যথা" কহিত কাতরে
ক্ষীণ স্বরে, গলা জড়াইয়া ;—

"মিছে কেন ভাবিয়া ভাবিয়া মোর তরে
জীর্ণ কর শরীর আপন,—
ত্যজিয়াছ নিদ্রাহার হায় মা! আমার,"
অশ্রুপোরা নিষ্প্রভ নয়ন—

স্থাপিয়া মায়ের মুখে রহিত চাহিয়া ;
অধীরা হইয়া আমি, তার
আঁচলে মুছায়ে চোখ কহিতাম "বাছা
তুমি কি বুঝিবে প্রাণ মা'র !

নিঠুর বিধাতা হায় দিলে নাত তোরে
সন্তানের জননী হইতে ;—
কি যে করে মার প্রাণ সন্তানের দুখে
তোমায় তা হ'ল না বুঝিতে।"

রুদ্ধ অশ্রু না মানিত আর বাধা মোর,
উথলি উঠিত সিন্ধুসম ;
দুরবল ক্ষীণ হস্ত দিয়ে দিত বাছা
——অশ্রুবারি মুছাইয়ে মম।

এই রূপে কত দীর্ঘ রাত গেছে চলে
বাছার অশান্তি অনিদ্রায় ;
শান্তিময়ী নিদ্রার প্রসাদে শান্তি পেয়ে
বাছা আজ পড়েছে ঘুমা'য়।

ওগো তোরা চুপ কর্ চুপ কর্ সবে,
ঘুম থেকে জাগাস্ নে ওরে ;
ঘুমা' বাছা, মা তোর শিয়রে জেগে আছে,
অবশ তনুটী কোলে ক'রে।

নিশ্চিন্ত হইয়া তুই ঘুমা মা'র কোলে,
অশান্তি ভাবনা ঘুচে যাক্ ;
আমি আছি ভাবিবার কাঁদিবার তরে
অশান্তি আমারি প্রাণে থাক্।

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩০১।

যাও—

যাও তবে যাও!
এ মোর বাসনা তুমি বিভুর কৃপায়,
ও অশান্তিময় হৃদে শান্তি যেন পাও।

কি বলিব আর—
করিতে পারিনি সুখী, কিন্তু জেনো মনে,
কুশল সদাই মাগি কাছে বিধাতার।

রহিয়াছে গাঁথা—
সদা তব কথা মনে, যেন বোধ হয়
একটী পাষাণ মোর বুকে আছে পাতা।

হা ধিক্ আমারে!—
এমনি অভাগী আমি এ ধরণী মাঝে,
এক টুকু সুখ দিতে নারিলাম কারে।

আমার জনম্—
জ্বলিতে শুধু কি, আর জ্বালাতে অপরে ?
আর ত খুজিয়া কিছু পাই না করম্।

চাহ না ত তুমি—
আমার এ স্নেহ, চাহ সীমাবদ্ধ যাহা,—
ব্যাপিয়া রহিবে শুধু ও হৃদয়ভূমি।

তব এ বাসনা—
অনন্ত প্রেমের পথে চলেছে যে জন,
পূর্ণ করা তার কাছে অসাধ্য সাধনা।

কি করিব তবে,—
কেমনে আনিব সুখ তোমার পরাণে ;
প্রাণ দিতে পারি যদি তাতে সুখী হবে ?

তাও ত চাহ না !
নয়নের অন্তরাল যেয়ে কিছু কাল
শিখ বিভু প্রেম তবে—এ মোর কামনা।

কার্ত্তিক, ১৩০১।

পরপারে।

কে ভাঙ্গিতে পারে, এ সন্দেহ মোর,
যাইব কাহার কাছে ;
বৃহৎ, গভীর—এ ভবসিন্ধুর
পরপারে কিবা আছে।

জীবনতরণী বাহিয়া সকলে
কোথা যাত্রা করিয়াছে ?
কি আছে তথায় ? কে কবে, কেহ ত
ফিরে নাহি আসিয়াছে।

কি রহস্যময়, কি দুর্জ্জেয় ইহা,
বুঝিতে পারি না আমি ;
সমস্ত জগৎ এক ডোরে গাঁথা,
এই টুকু শুধু জানি।

কে সে কারীকর ?—এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
যে সৃজন করিয়াছে,
এ ব্রহ্মাণ্ড কার নিয়মের কাছে
শির নত করে আছে ?

কে সে পাঠায়েছে ধরায় মোদের,
যাইব আবার কোথা ?
এ প্রশ্নের মোর কে দিবে উত্তর
কোথা পাব সত্য কথা ?

কত শত লোকে কত কথা বলে,
কেমনে বিশ্বাস হয় ?
কেহ ত তাহারা, চোখে দেখেনিকো,
যাহা মনে লয়, কয়।

স্বপ্ন ছাওয়া শুধু এ ধরণী কি গো,
ঘুমায়ে স্বপন দেখি ?
জীবন স্বপন,—কাটিয়া গেলে কি,
মরণে উঠিব জাগি !

এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত যাঁহার
পুত্তলী আমরা তাঁর,
অদৃশ্য হস্তেতে নাচায় মোদের,
ভেঙ্গে ফেলে সে আবার।

মাটীর শরীর, জীবনের শেষে
মাটীতে মিশিয়া যায়,
মাটীর পুত্তলী—এত গর্ব্ব তার,
কি সে তা বুঝি না হায়!

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

স্বপনে কি জাগরণে ?

১। ঘুমিয়া কি জেগে আছি ?
নিশি কি দিবা ?
কি দেখি এ অপরূপ !
স্বপন কি বা ?
কত দিন পরে এ কি !—
এ কা'র মূরতি দেখি !
তুমি—সেই তুমি কি গো—
এসেছ হেথা ?
উঃ ! কাঁপিছে এ তনু মোর
ফুটে না কথা।

২। এখনো এ অভাগীরে
আছে কি মনে ?
যাও নাই ভুলিয়া যে
জানি কেমনে ?
আমি তো ইহাই জানি,

স্মৃতিপথে রলে আমি,
বারেক দেখিতে আসি,
'কেমন আছে'।
জান না কি অভাগিনী
মরিয়া বাঁচে !—

৩। কত ভাগ্যে আজ তব
পেলাম দেখা !
হৃদয়ের প্রান্তদেশে
স্মৃতির রেখা—
একটুও কি গো আছে ?
কি বা সবি মুছিয়াছে ?
প্রবেশিয়া নব পথে
ভুলেছ হায় !
তুমি ভোলো, ভুলিব না—
আমি তোমায়।

৪। এলে যদি দয়া করে—
এ ভাঙ্গা বাসে,
ক্ষণেক বস হে সখা
অভাগী পাশে।
দেখি ও আনন খানি,

শুনি দুটী মধু বাণী ;
দেখি ও মধুর হাসি
ভরিয়া আঁখি ;
নীরবে আপনা ভুলি
চাহিয়া থাকি।

৫। ওকি ? সখা এরি মাঝে
যেতেছ চলি ?
যেও না—যেও না-ওগো
হৃদয় দলি।
কত দিন পরে যদি
মিলাইয়া দিলে বিধি,
নিয়ো না এখনি, তোরে
মিনতি করি !
যেও না—যেও না সখা,
চরণে ধরি।

পৌষ, ১৩০১।

কে সুহৃৎ এ জগতে ?

১। কে সুহৃৎ এ জগতে ?
কেহ না কেহ না ;
ভালবাসা কারো কাছে
চেহ না চেহ না !
আমি,—দেখিছি অনেক লোক,
পেয়েছি অনেক শোক,
আপনার এ সংসারে
দেখিনি কারে ;
হেথা,—কেহই কাহারো পানে
চাহে তো নারে !
২। থাক তুমি দূরে দূরে
যেও না হোথা,
মিছে যাওয়া ; কেহ ডেকে
কবে না কথা।—

হায়!—কেন ফেল অশ্রুবারি,—
মুছে ফেল ত্বরা করি,
মুছাবার কেহ নাই—
নয়ন জল;
হেথা,—কি হবে রহিয়া সখী!
ফিরিয়া চল্।

৩। এসেছিস যথা হ'তে
চলে যা' তথা,—
চ'খে লয়ে অশ্রুজল
হৃদয়ে ব্যথা।—
আর,—চাহিস্‌নে ভালবাসা,
করিস্‌নে কোনো আশা,
এ নিঠুর স্বার্থপর
জগতের কাছে;
চলে যাও তাই লয়ে—
যা তোমার আছে।—

৮ই পৌষ, ১৩০১।

বিশ্বদেবতা

কে তুমি, কি তুমি, আমি তাহা কিছু নাই জানি ;
আছ তুমি বিশ্বব্যাপী পেয়েছি তা অনুমানি।
বিশ্বরূপী তুমি, আমি ইহাই জেনেছি সার ;
একমাত্র তুমি শুধু, জানি না দ্বিতীয় আর।
তোমারি কণা যে আমি, তুমি ছাড়া আমি নাই ;
তোমারি রূপের কণা আমাতে দেখিতে পাই।
ও অনন্ত জ্যোতি কণা এ আমাতে প্রকাশিত ;
ও অসীম শকতির কণা মাত্র বিকশিত—
আমাতে, তাহাই লয়ে আমার আমিত্ব যত ;
ক্ষুদ্র আমি তাই লয়ে গরব করি হে কত।
অনাদি অনন্ত তুমি অসীম সৌন্দর্য্য তব ;
কভু নহ পুরাতন চিরকালই আছ নব।
ধরিতে, ছুঁইতে, তোমা পারে নাই কেহ কভু ;
সবারি অতীত তুমি, সবেতেই আছ প্রভু।

মূর্খ আমি, ক্ষুদ্র অতি, অসীম তোমারে তাই,
ক্ষুদ্র এক অংশে তব তোমারে বাঁধিতে চাই।
ক্ষুদ্র যাহা আছে তাহা চিরকালই ক্ষুদ্র র'বে;
তার সাথে অসীমের তুলনা কেমনে হবে?
অসীম তোমারে, সবে হৃদয়ে ধরিতে নারে;
সসীম ভাবিয়ে তাই পূজা করে ক্ষুদ্রতারে।
এমনি করিয়া তারা পাবে কি তোমারে প্রভু?
সীমাপূজা অসীমায় পরিণত হবে কভু?

১৮ই মাঘ, ১৩০১।

নিন্দুক। *

হে নিন্দুক! তুমি কেমনে বুঝিবে—
কবির প্রাণের ভাষা ?
বামন হইয়ে ধরিতে চন্দ্রমা
দেখি যে তোমার আশা!

পরের পবিত্র উচ্চ হৃদয়
দেখিয়া যে জন জ্বলে,
বিদ্বান্ আর বুদ্ধিমান লোকে
মূর্খ তাহারে বলে।

মূর্খ যে জন, কিছুই নাহিক—
নিজের ক্ষমতা যার ;
পরের নিন্দা গাহিয়া বেড়ানো
একমাত্র কাজ তার।

* কোন বিখ্যাত কবির বিরুদ্ধে শ্লেষোক্তি পাঠ করিয়া লিখিত

কি বা আসে যায়, মূর্খের কথায়,
কেহই দেয় না কাণ ;
নিন্দায় তার প্রতিভাশালীর
প্রতিভা না হয় ম্লান।

আসিয়াছ রাহু! রবিরে গ্রাসিতে,
আসাই হয়েছে সার ;
রবির প্রখর কিরণে তুমিই
পুড়ে হবে ছার খার।

অবশ্য কহিবে ভদ্রতার সাথে
দোষ যদি কিছু থাকে ;
সুরুচিসঙ্গত বুঝাইয়া দিবে,
সুজন বলি যে তাকে।

এ তো নয় তাহা, এ যে দেখি শুধু
মিছামিছি ছল ধরা ;
এ শুধু আপন অক্ষমতা দেখি
হিংসায় জ্বলে মরা।

অভদ্রের মত গায়ে পোড়ে এ যে
কোন্দোল করিতে আসা,
বাহাদুরী পাবে লোকের নিকটে
আছে বুঝি মনে আশা ?

পাবে বাহাদুরী, হিংসুকের কাছে—
তোমার মত যে হবে ;
"মূর্খের কাণ্ড" বলিয়া হাসিবে
সুজন, সুবুদ্ধি সবে।

২০শে মাঘ, ১৩০১।

অনন্ত কালের পরিচয়।

মানবসন্তান বলে ভাবি না তোমায়,
আমি বুঝি দেবতা বলিয়া;
স্বরগ সুষমামাখা ও হৃদয় তব,
সাধ মোর দেখিতে তলিয়া।

প্রাণ দিয়া পূরাইতে অভাব তোমার—
বড় সাধ হয় মোর চিতে,
কিন্তু আমি কোথা পাব সে অমূল্য নিধি,
তুমি যাহা চাহ গো পাইতে।

সামান্যা বালিকা আমি, আছে মোর যাহা,-
ক্ষুদ্র হৃদি ক্ষুদ্র প্রাণ মন;
তাই আমি দিছি তোমা, লও বা না লও,—
কর কিম্বা না কর যতন।

এ ধরায় যদি কেহ না বুঝে তোমায়,
দেয় তব হৃদয়ে আঘাত ;
নাহি পাও স্নেহ কোথা, আমি স্নেহ দিব,
আমি দিব বাড়াইয়া হাত।

ঢাকিয়া রাখিব তোমা এ হৃদয় দিয়া,
নাহি দিব পরশ করিতে—
পবিত্র ও দেহে তব বিষাদ বাতাস ;
প্রেমানন্দ রবে চারি ভিতে।

সমস্ত জগৎ যদি বিরুদ্ধে তোমার
মাথা তুলে উঠিয়া দাঁড়ায়,
আমি বুক পেতে দিব জননীর মত,—
—অন্তরাল করিয়া তোমায়।

অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য যদি পাই তব কাছে,
হাসি মুখে সহিব সকলি ;
হে দেবতা—জানি আমি তোমার নিকটে-
এক কণা বালুকা কেবলি।

প্রশান্ত সাগর তুমি প্রেমপারাবার,
চলিয়াছ অনন্তের সাথে;
তীরে আমি বালুকণা, তৃষিত নয়ানে
চেয়ে আছি তোমাতে মিশাতে।

বিশ্বরূপী সৌন্দর্য্যের উপাসনা তব,
তুমি মম উপাস্য দেবতা;
তোমাতে দেখিছি বিশ্ব, পাঠ করিয়াছি-
প্রকৃতির রহস্য বারতা।

স্বপনের মত যেন অতীত কাহিনী
ছায়া সম হতেছে স্মরণ;
মনে পড়ে তুমি মোর চির জনমের
পরিচিত আপনার জন।

কত যুগ জন্মান্তর হয়েছে অতীত
সেই এক প্রভাত আলোকে;
পথে বাহিরিলে তুমি সকলের সাথে,
প্রেমময় হৃদয়ে পুলকে।

আমিও তোমার পিছে চলিনু নীরবে,
　　বারেক চাহিলে মোর পানে;
পড়িতে কি পেরেছিলে কি যে লেখা ছিল—
　　আমার সে আনত নয়ানে?

আপনার প্রেমে তুমি আপনি বিভোর,
　　তোমার ও প্রেমিক হৃদয়;
দেখিত সুন্দর সবি প্রেমে মাখামাখি,
　　বিশ্ব শুধু সৌন্দর্য্য নিলয়।

সে সৌন্দর্য্য ধরিবারে পাগলের মত
　　বাহিরিলে একদা প্রভাতে;
কোমল কুসুম পথ দেখিলে সম্মুখে,
　　দেখিলে অনেক সখা সাথে।

ফুলে যে কণ্টক আছে, জানিতে না তাহা;
　　জানিতে না তোমায় ফেলিয়া—
যাহারা প্রাণের প্রিয়, হৃদয়ের সখা
　　যেতে পারে তাহারা চলিয়া।

বুঝিলে তা এক দিন, দেখিলে চাহিয়া-
যারা ছিল কেহ তারা নাই ;
দাঁড়াইয়া আমি শুধু পারশে তোমার,
তোমারি আশার গান গাই।

হাত খানি ধীরে ধীরে দিলে বাড়াইয়া,
বক্ষে আমি করিনু ধারণ ;
চুম্বিলাম শত বার, রাখিলাম শিরে,
প্রেমাশ্রুতে ধুয়ানু চরণ।

কহিনু তোমারি আমি, তুমি যথা যাবে
তথা যাব ছায়ার মতন ;
সকলে ত্যজিয়া তোমা যাউক চলিয়া,
আমি না ত্যজিব কদাচন।

চলিলে কত না পথ ধরিয়া এ হাত,
কত বর্ষ যুগ গেল চলে ;
কবে হোলো ছাড়াছাড়ি ভুলে গেছি তাহা,
আজ পুন কোথা হতে এলে !

পেয়েছ সন্ধান কি গো, চির জনমের—
তোমার সে সাধনার ধন ?
অথবা এখনো তুমি ফিরিছ খুঁজিয়া—
দিশাহারা খ্যাপার মতন ?

আমিও পাগল আজি হারায়ে তোমায়,
সহস্র বাঁধন গেছে টুটে ;
শত বাহু বাড়াইয়া এ হৃদয় মোর
কাহারে ধরিতে চায় ছুটে।

আমি এই বুঝিয়াছি প্রেম শুধু সার,
এ জগৎ শুধু প্রেমময় ;
প্রেমডোরে বাঁধা বিশ্ব প্রেমে মাখামাখি,
প্রেম ছাড়া আর কিছু নয়।

তাই মনে করিয়াছি পরাণ ঢালিয়া—
শিখিব করিতে প্রেম সবে ;
অনন্ত শকতিময় সৌন্দর্য্যসাগর,
প্রেমের ঈশ্বরে পাব তবে।

শৈবলিনী। *

আমার,—শৈবলিনী, হৃদয়রাণী
বুকজুড়ান ধন;
তোর,—ও মনোলোভা, রূপের শোভা,
ধরায় অতুলন।

তোর,—ও ছোটো দুটী কচি ঠোঁটে
মিষ্টিমাখা হাসি,
আমি,—অনিমেষে নয়নভরে
দেখ্‌তে ভালবাসি।

না জানি—কি যে আছে ও হাসিতে
পাগল করে প্রাণ;
আমি—অসীম স্নেহে চেয়ে থাকি
অবাক্ দুনয়ান।

* আমার বোন্‌ঝি।

শৈবলিনী।

আবার,—তোমার ওই প্রাণভুলানো
মোহন মধু স্বরে,
যখন,—আধ আধ বাধ কথায়
শ্রবণে সুধাঝরে;

তখন,—আর কি আমি আমায় থাকি,
জগৎ ভুলে যাই;
যেন,—শতেক বাহু পসারিয়ে
তোমার পানে ধাই।

সাধ,—বুক্‌টা চিরে রাখি তোমায়
বুকের ভিতরে;
থাকি,—দিবস নিশি ডুবিয়া যেন
প্রেমের সাগরে।

আমি,—তোমায় নিয়ে কর্‌ব যে কি,
রাখ্‌ব কোথায় পাই না ভেবে;
তাই,—আবেগ ভরে মাঝে মাঝে
বুকের পরে ধরি চেপে।

ফাল্গুন, ১৩০১

বসন্তে।

এই তো বসন্ত এসেছে আবার!
সেজেছে প্রকৃতি নবীন সাজে;
উথলি উঠিছে আনন্দ ধরার,
কেন ব্যথা মোর এ বুকে বাজে?

মৃদু মন্দ বহে মলয় বাতাস,
'কুউ কুউ' পিক গাহিছে শাখে;
কেন হয় মোর হৃদয় উদাস?
কিসের আগুন হৃদয়ে জাগে?

কিছু যে বুঝি না শুধু ভেবে মরি,
শুধু কেঁদে মরি ব্যাকুল প্রাণে;
অশান্তি হয়েছে সদা সহচরী,
জানি না শান্তি পাব কোন্ খানে।

কে যেন ছিল গো সে যেন গো নাই,
এ হৃদয় শূন্য অভাবে তার;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শূন্য পানে চাই,
মর্ম্মভেদিয়া উঠে হাহাকার।

তাঁরি বিহনে কি এই দশা মোর?
তাঁরে হারায়ে কি হয়েছি একা?
তাঁরি অভাবে কি এ যাতনা ঘোর?
——হয়েছিল শুধু নিমেষ দেখা।

জীবিত থাকিতে এক দিন তরে
ভালো কোরে কভু কথা কহিনি;
ভালো বাসিয়া তো সে মুখের পরে
এক দিন তরে কভু চাহিনি।

করিলে আদর তিনি, বাসি ভালো;
সরমে মরমে মরিয়া যেন—
যাইতাম দূরে, লাগিত না ভালো।
ছিলাম চপলা বালিকা হেন।

কথায় কথায় করিতাম রাগ,
দিতাম সে বুকে কতই ব্যথা ;
ছিল সে হৃদয়ে ভরা অনুরাগ ;
না বুঝে, কত না কঠিন কথা—

কহিতাম তাঁয়, আমি অভাগিনী।
তখন কি জানি এমন হবে ?
এই ধন লাগি তখন জানিনি—
চিরদিন ধ'রে জ্বলিতে হবে।

হারাইনু আমি অবহেলে হায় !
মাণিক রতন পাইয়া করে ;
নাহি দেখিলাম ভালো কোরে তাঁয়,
চুরি কোরে গেল লইয়া চোরে।

করিয়াছি দোষ কত তাঁর কাছে,
করিতেন তিনি সকলি ক্ষমা ;
জ্বলন্ত অক্ষরে সবি লেখা আছে
বুকের ভিতরে অনল সমা !

কে ভালো বাসিতে পারে তাঁর মত
অভাগীরে আর ধরণী মাঝে ?
কে ক্ষমিবে আর অপরাধ শত,—
বল প্রদানিবে সকল কাজে ?

কে সহিবে মোর সে দুরন্তপনা—
হাসি হাসি মুখে ভালো বাসিয়া ?
কে আছে এমন ভুলিয়া আপনা,
সাধিবে আমার হিত ভাবিয়া ?

সে জন নাহিক আর এ জগতে,
গিয়াছেন তিনি কি জানি কোথা !
এবে একাকিনী মোরে হবে র'তে,
অভাগী বিধবা সাজিয়া হেথা।

নাই আর কেহ দয়া করিবার
এখন আমারে বসুধামাঝে ;
ঘৃণা অবহেলা এখন আমার
পাইতে হইবে লোকের কাছে।

নিরাপদ দুর্গ এ জগতীতলে
একমাত্র মোর ছিলেন তিনি,
পুড়েছে সে গৃহ কালবজ্রানলে,
না পুড়িল কেন এ অভাগিনী !

১৯শে ফাল্গুন, ১৩০১।

অ্যানী বেসাণ্ট্।

কে তুমি রমণী? দেখি বিদেশিনী,
হিন্দুর অস্পৃশ্যা ম্লেচ্ছকুমারী;
কিন্তু কি বিস্ময়! হেরিয়া হৃদয়
বিষাদে হরষে মগন আমারি।

কেন হিন্দুগণ, কিসের কারণ,
লুটাইছে মাথা চরণে তোমার?
মধুস্নেহ বোলে, করে যেন কোলে—
জননী আপন বিপন্ন কুমার।

দরিদ্র অভাগা বঙ্গবাসীগণে——
এলে বিদেশিনী করিবারে কোলে?
নয়নের জল দিতে মুছাইয়া?
তুষিবারে প্রাণ স্নেহমাখা বোলে?

তত্ত্ব উপদেশ দিবে তাহাদের?
বুঝাইবে কারে হিন্দুধর্ম্ম কয়?
বেদোপনিষদ্ করিয়া ব্যাখ্যা—
তাদের,—পবিত্র করিবে শ্রবণ দ্বয়!

জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম্ম,
হিন্দুর সন্তানে বুঝাইবে তাই?
শত ধন্যবাদ তোমারে রমণী!
কিন্তু,—হিন্দুর কপালে পড়েছে ছাই।

নহিলে কি আজি তোমার নিকটে
হিন্দু ধর্ম্ম ব্যাখ্যা শুনিয়া তারা—
অবাক্ হইত!—পূজিতে তোমায়
হইত এমন পাগল পারা?

আপনার ধর্ম্ম আপনি বুঝে না;
নিজ শাস্ত্রতত্ত্ব খোঁজার ক্লেশ;—
বিধর্ম্মীর শিরে চাপাইয়া সুখে
নিশ্চিন্ত হইয়া রয়েছে বেশ!

হিন্দুনামে শুধু,—প্রকৃত হিন্দুর—
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ;
ধর্ম্মশাস্ত্র শুধু চিহ্নমাত্র আজো—
জগতে জাগায়ে রাখিয়াছে।

ছিল এক দিন জগতের মাঝে
মহাপূজনীয় হিন্দুধর্ম্ম বীর,
ত্রিভুবন জয় করেছিল তারা,—
যোগধর্ম্মবলে অটল গভীর।

সেই ধর্ম্মবীর হিন্দুবংশধর
এখনো আছে কি জগতীতলে ?
এই দশা হায় এবে কি তাদের !
হিন্দুত্ব ডুবেছে অতল জলে।

* * * *

কে তুমি রমণী, দেখি বিদেশিনী,
হিন্দুর অস্পৃশ্যা ম্লেচ্ছবালা ;
কিন্তু কি বিস্ময় ! হেরিয়া হৃদয়
মহাবিস্ময় হর্ষবিভলা।

ম্লেচ্ছকুমারী বলিয়া তোমারে
ঘৃণিতে সাহস হয় না মনে ;
ও তব পবিত্র মহৎ হৃদয়
টানিতেছে যেন কি আকর্ষণে !

মানবের ঘরে দেবীরূপে তুমি
কোথা হতে আজি উদয় হলে ?
এ ধরণী কি গো বাসভূমি তব,—
অথবা স্বরগ হইতে এলে ?

এস এস দেবি ! দীন এ ভারতে,
অতি দীন হীন হিন্দুর ঘরে ;
ভাসায়েছে ধর্ম্ম—কালের প্রবাহে,
শিখাও আবার নূতন ক'রে !

আবার জগতে হোক্ অভ্যুদয়—
ধর্ম্মবীর, মহাপ্রাণ হিন্দুজাতি ;
ঘুচুক্ ঘুচুক্ এ ঘোর আঁধার !
হউক উজ্জ্বল তপনভাতি।

কাঁদিয়া কাটাতে হবে।

সবি সেই আছে পোড়ে,
নাহি শুধু এক জন,
এই সে সাধের গেহ,
এই সব পরিজন।—

ছিল যার, ফেলে সবি
সে কোথায় চলে গেছে!
কার লাগি এখনও
এ সব রয়েছে বেঁচে!

কিসের আনন্দধ্বনি
আজিকে করিছে সবে?
এ গৃহের অধীশ্বর
ফিরে কি এলেন তবে?

না তো না, সেখানে গেলে—
ফিরিতে পারে না কেউ ;
তবে তোরা তুলেছিস্
কিসের আনন্দ ঢেউ ?

হাঁ—হাঁ—মনে পড়িয়াছে
দোলখেলা বুঝি আজ !
তাই তোরা পরেছিস্
আজি এ লোহিত সাজ।

ভাল লাগিছে না মোর
এ আনন্দ তোমাদের ;
মনে পড়িতেছে কথা
সেই গত বছরের।

তখনো ছিলেন তিনি
এই দিনে আজিকার ;
কি আনন্দমাখা ছিল
হৃদয়েতে এ আমার !

তখন না জানিতাম
সে খেলাই শেষ খেলা,
কাঁদিয়া কাটাতে হবে
জীবনের সারা বেলা।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩০১।

না পাই ধরায় নাম তার

ঢেকে রাখ্ ঢেকে রাখ্
আগুন চাপাই থাক্!
    ফুঁ দিয়া জ্বালাস্ কেন আর?
ও যদি জ্বলিয়া মরে,
সুখ বুঝি নাহি ধরে—
    পাষাণ পরাণে ও তোমার!

যে গেছে, সে গেছে চলে
চির জনমের তরে,
    দোষ গুণ সাথে গেছে তার;
আর বাড়াও না ব্যথা,
সেই ছাই পাঁশ কথা—
    মিছে তুমি তুলে বার বার।

ধন্য গো তোমার প্রাণ,
সার্থক তোমার নাম,
তব পদে করি নমস্কার !
এ হেন কঠিন হৃদি——
কি দিয়া গড়েছে বিধি,
না পাই ধরায় নাম তার

২৯শে ফাল্গুন, ১৩০১।

বিশ্বপ্রেম বা কবির প্রাণের ভাষা।

শুধু,—সুন্দর ভাষা, ললিত রচনা—
সরস হৃদয়গ্রাহী,
নিতি,—নবীনছন্দে, মিলন বন্ধে
তোমার তুমিত্ব নাহি।

* * * *

আমি,—মুগ্ধ হয়েছি হেরিয়া তোমার
অসীম প্রেমরাশি,
আমি,—এসেছি ছুটিয়া শুনিয়া তোমার—
আকুল হৃদয়বাঁশী।
আমি,—দেখেছি তোমার মরমে পশিয়া
গভীর মরম-তল;
তব,—মানসসরসে প্রেম শতদল
ফুটে করে ঢল ঢল।

তুমি,—প্রেমকমলের সে সুরভিঘ্রাণে—
হইয়া পাগল পারা,
তাই,—অধীরে ব্যাকুলি খুঁজিয়ে বেড়াও
আপনি আপন হারা।
যেন,—নাভির সুরভে পাগল হরিণ
ছুটিয়া বেড়ায় বনে,
আছে,—আপনাতে তাহা ভ্রমেও বারেক
উদয় হয় না মনে।
তুমি,—বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্ব রূপের
তাই তব উপাসনা,
তাই,—যা দেখ, হৃদয়ে ধরিবারে সাধ,
হউক না বালি কণা!
তুমি,—চাহ আপনারে জগতে বিলাতে
বিশ্বেরে করিতে দান,
তুমি,—অনন্তের মাঝে চাহ আপনারে
করিবারে সমাধান।
তাই,—অনন্তের সুরে আকুল পরাণে
আবাহন গান গাহ,
'আমি,—দিব আপনারে জগতে বাঁটিয়া'
"এস এস লহ লহ।"

ওই,—আবাহন গান, কেহ বা শুনেছে;
ভুলেছে নিমেষ মাঝে;
কেহ বা,—পায়নি শুনিতে রয়েছে মগন,—
ক্ষুদ্র স্বার্থময় কাজে।
আর,—কেহ বা শুনিয়া বুঝিয়াছে আর,
বুঝি শুধু 'বেচা কেনা';
তারা,—ভাবে বুঝি শুধু করে থাক তুমি,
সুযশের উপাসনা।
আমি,—বুঝেছি তোমায়, বুঝেছি তোমার,
ও অসীম প্রেমরাশি!
তাই,—দিতে উপহার, এনেছি আমার—
প্রেম, ভক্তি, অশ্রু, হাসি।

চৈত্র, ১৩০১।

ঈশ্বর।

আমি কি চাই, কিছু, ভেবে না পাই,
শুধু,—খুঁজে বেড়াই পাগল প্রায় ;
কোথা সে অমৃত, প্রাণতৃষিত,—
ব্যাকুল চিত পাইতে তায়।

কোথা হে তুমি আরাধ্য আমার ?
কোথা গেলে দেখা পাব' তোমার ?
লুকায়ে কেন হৃদয় মাঝার—
দহিছ আমারে আর ?

প্রকাশো তোমার মূর্ত্তি মোহন,
নেহারি আমি ভরিয়া নয়ন ;
করিব যুগল পদে অর্পণ
ভক্তি প্রেম উপহার।

বসায়ে তোমার মানস দেশে,
সাজায়ে কল্পনা-কুসুম-বেশে—
পূজিব, দিব দক্ষিণা শেষে—
হৃদয় পরাণ মোর।

ছাড় লুকোচুরী, দাও—দাও—দেখা,
এস এস কাছে, কোথা—কোথা—সখা!
না পারি বহিতে এ জীবন একা
তোমার অভাবে ঘোর।

* * * * *

মরি! মরি! এই মূর্ত্তি কাহার,
উঠিল ভাসি' নেত্রে আমার;
ওকি তুমি—ওকি তুমি গো আমার—
চিরজীবনের ধন?

একি বিশ্বরূপ দেখালে আমায়?
এ যে অন্তহীন, সীমা' কোথায়?
ক্ষুদ্র সসীম এ হৃদে' হায়!
অসীমে ধরিতে মন!!

বাঁধিতে আমি কি তোমায় পারি ?
নিয়মে বাঁধা আমি যে তোমারি।
ক্ষুদ্র কণা এক, এ আমি তোমারি
তোমারি মাঝে যে আমি।

সেই আমি প্রভু তোমারে চাই,
সসীমে অসীম ভাবিয়া ধাই ;
ক্ষুদ্র আমি ভাবি সম্ভব তাই,
(এ শুধু,)——পাগলের পাগলামী।

তুমি হে অনাদি, অনন্ত, অসীম,
অব্যক্ত, অমর, অতুল মহিম ;
তুমি আপনাতে আপনি লীন,
হে জ্যোতি শকতিময় !

নাহিক সংখ্যা সৌন্দর্য্যের তব,
নিমেষে নিমেষে রূপ নব নব ;-
ধর শক্তিভেদে,—ওহে ভবধব !
তোমার নাহিক ক্ষয়।

তুমি চিরকাল এক আছ প্রভু;
শক্তিরূপ ভেদে করিয়াছে তবু—
সাংখ্যাতীত, তব রেণু যারা,—বিভু;
চিহ্ন শুধু ক্ষুদ্রতার।

আমিও তাহারি মাঝে এক জন,
ছোটো খাটো এই হৃদয়ে আপন—
তাই চাহি নাথ! করিতে ধারণ—
প্রেম মূরতি তোমার।

তুমি ছাড়া আর কিছুই যে নাই,
তুমিই যে সব তাই ভুলে যাই;
কে আমিরে লয়ে রয়েছি সদাই—
উল্লাস গরবভরে।

ভেঙ্গে দাও প্রভু এই অহঙ্কার;
আমার ভুলায়ে শিখাও তোমার;
যাক্ ঘুচে যাক্ মোহ অন্ধকার,
লও গো তোমার কোরে!

২১শে চৈত্র, ১৩০১।

একটী সঙ্গীত।

সিন্ধু। একতালা।

হরি হে! দীন বন্ধু, প্রেমসিন্ধু,
ভবসিন্ধুকর্ণধার।
আমায় কর পার হে।
তুমি,—ভকত বৎসল,—অধমতারণ,
শোক সন্তাপহারী;
আমি,—করেছি শরণ, তোমারি চরণ,
রাখ রাখ, প্রভু পদে।
আমায়,—শান্তি দাও, পবিত্র কর
চরণধূলি দানে;
পাপ প্রলোভনে রাখগো দূরে
মাতাও প্রেমে তোমার হে।
হে বিশ্বদেবতা অসীম সুন্দর
অনন্ত শক্তি জ্যোতির্ম্ময়!
বিকাশ শক্তি এ হৃদি' মাঝে,
কর অপ্রেম সংহার হে।

ওঁ হরি।

সঙ্কীৰ্ত্তন।

হরি হে! তব মধুর নাম
গাহে অবিরাম পাখী ;
ও অমৃত নামে বিবশ হৃদি,
প্রেমে বিহ্বল আঁখি।
হরি! তোমার প্রেমে পাগল বায়ু
গাহিছে প্রেমের গান,
প্রাণভেদী ওই পাগল সুরে,
অধীর পাগল প্রাণ।
আমারো এ চিতে জাগিছে সাধ
গাহিতে মধুর নাম ;—
হরি হে, হরি হে, হরি হে, হরি ;
হরি হে সত্যধাম।
হরি! তোমার প্রেমে সূর্য্য শশী
গ্রহমণ্ডল যত,

নাচিয়া নাচিয়া মহা আনন্দে
ফিরিছে পাগল মত।
কনক কিরণধারে সুন্দর
আনন্দরাশি ফুটিছে,
মুগ্ধ, ক্ষুদ্র এ হৃদি মোর
তাদের সাথে ছুটিছে।
হরি! নিখিল বিশ্ব তোমার প্রেমে
ডুবিয়া,—আপনা ভুলে,
তোমারি দান, করিতে দান,
তোমারি চরণ মূলে——
মহা আগ্রহে চলেছে অধীরে
অনাদি সময় হ'তে,
আশা-রজ্জু গাছি ধরিয়া দৃঢ়,
——অনন্ত শূন্য পথে।
আমিও আঁজি তোমারে স্মরি,
চলিনু এ পথ ধরি;
তোমারি এ মোরে, সঁপিতে তোমা,
জগত কারণ হরি।